গবেষণা সিরিজ-৩০

যে গভীর ষড়·ন্ত্রের মাধ্যমে

মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site revivedislam.com
Phone 02934150
01913-922558

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯
প্রথম সংস্করন: ফেব্রুয়ারী ২০১০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ৩০.০০ টাকা

সূচীপত্র

ক্রম		পৃঃ
১.	ভূমিকা	৩
২.	গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানোর বিষয়টি যে ভাবে জানা যায়	৪
৩.	ইসলামী মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো এবং তা স্থায়ী করার জন্য গোয়েন্দারা বিভিন্ন স্তরে যে বিস্ময়কর কাজ করেছে	২১
৪.	ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকায় গোয়েন্দারা যে ভুল ঢুকিয়ে দিয়েছে	২২
৫.	কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর জন্য গোয়েন্দারা যা করেছে	২৭
৬.	সুন্নাহর (হাদীসের) জ্ঞানে ভুল ঢুকানোর জন্য গোয়েন্দারা যা করেছে	৩৩
৭.	কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য গোয়েন্দারা যা করেছে	৩৭
৮.	যে আভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরী করা হয়েছে।	৪৩
৯.	যেভাবে ভুল তথ্যগুলো ফিকাহ শাস্ত্র এবং মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে	৪৪
১০.	যেভাবে কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়ে ফিকাহ শাস্ত্র থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়েছে	৪৪
১১.	ভুল তথ্যগুলোর সংস্কারের পথ গোয়েন্দারা যেভাবে বন্ধ করেছে	৪৭
১২.	প্রচার করা ভুল তথ্যগুলো বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়ার ব্যবস্থা যেভাবে করা হয়েছে	৫৫
১৩.	শেষ কথা	৫৭

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১১.৪.০৯

ভূমিকা

আজ হতে পাঁচ থেকে সাতশত বছর পূর্বে মুসলমানরা জীবনের সকল দিকে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ মুসলমানরা জীবনের সকল দিকে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্য রকমভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এটি বাস্তব সত্য। কারো পক্ষে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থাৎ মুসলিম জাতি আজ চরমভাবে অধঃপতিত। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নিম্নের চারটি কারণের কোনটি, একটি জাতিকে চরমভাবে অধঃপতিত করার সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি হবে?

১. সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা
২. মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
৩. ছোট-খাট জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
৪. অন্যকিছু

আমি নিশ্চিত যে আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন- দ্বিতীয়টি। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, নিম্নের চারটি কারণের কোনটি, মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ হবে?

১. মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়া
২. শক্তিপ্রয়োগ
৩. ছোট-খাট জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়া
৪. অন্যকিছু

পৃথিবীর বিবেকবান সবাই এ প্রশ্নের উত্তর প্রথমটিই দিবে।
আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, কমপক্ষে শতকরা কয়জনের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকার কারণে মুসলিম জাতির এ চরম অধঃপতন ঘটেছে? এ প্রশ্নের উত্তর হবে- কমপক্ষে অর্ধেকের বেশি মুসলমানের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকেছে। এ সংখ্যা যদি অর্ধেকের কম হতো তবে যেহেতু বেশিরভাগ মুসলমান সঠিক জ্ঞান ও আমলের উপর থাকতো সেহেতু তারা মুসলিমদের যথাস্থানে রাখতে পারতো। তবে দুঃখজনক বাস্তবতা হলো এ সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একশতভাগ।

www.pathagar.com

এরপর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও, নিম্নের চারটির মধ্যে কোনটি ইসলামের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ হবে?

১. কুরআন বুঝতে পারার ন্যায় একজন ব্যক্তিও মুসলিম বিশ্বে না থাকা

২. পুরো কুরআন কোন মুসলমান পড়ে নাই

৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলমান ভুলে গেছে

৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে

আপনারা সবাই বলবেন চতুর্থটি। কারণ, কুরআন বুঝতে পারার ন্যায় কোন ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বে নেই, পুরো কুরআন কোন মুসলিম পড়েনি বা পুরো কুরআন সকল মুসলিম ভুলে গেছে এর কোনটি হতে পারে না। পরবর্তী প্রশ্নটি যদি এটি হয়- এ ষড়যন্ত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কে হয়েছে, মুসলিম জাতি না বিশ্বমানবতা? উত্তরটি হবে উভয়ই। কারণ, কুরআন বিশ্ববাসীর কিতাব। শুধু মুসলমানদের কিতাব নয়। আজ সারা বিশ্বে অশান্তি, অবিচার, সন্ত্রাস, মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড, বৈষম্য, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, AIDS ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এর মূল কারণ হলো মানব জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান তথা কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতাকে, এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো ঐ গভীর ষড়যন্ত্রটি কি এবং কিভাবে সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার সামনে তুলে ধরা। এটি জানতে পারলে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার পক্ষে ঐ ষড়যন্ত্রের প্রতিটি স্তর মোকাবিলা করার পদ্ধতি বের করা সম্ভব হবে। আর সঠিকভাবে সে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারলে, এর ফলস্বরূপ মুসলিম বিশ্বসহ সারা বিশ্বে আবার শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি ফিরে আসবে।

গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানোর বিষয়টি যে ভাবে জানা যায়

১. 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' বইয়ের তথ্য

হ্যামফের (Hampher) নামক ব্রিটিশ গোয়েন্দার একটি ডায়রি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে আসে। জার্মান পত্রিকা 'ইসপিগল' তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। তুরস্কের 'হাকিকত কিতাবেভী' প্রকাশনী মূল ডায়রিটি প্রয়োজনীয় টীকা ও সংযোজনীসহ বই আকারে প্রকাশ করে। ইংরেজী

www.pathagar.com

বইটি Hakikatkitabevi ওয়েব সাইটে Confessions of a British spy নামে আছে। 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' নামে, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা হতে, ২০০৬ সালে ঐ বইটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন মোঃ এ, আর, খান ও এ, জে, আব্দুল মোমেন।

বইটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ, উপস্থাপনা সাবলীল করার জন্য সামান্য পরিবর্তনসহ নিম্নরূপ-

পৃষ্ঠা নং ৬০ : মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী বললেন, ... (মুসলমানদের অধঃপতিত করে) আমরা যে ফল খাচ্ছি তা অন্যরা (পূর্বপুরুষেরা) বপন করেছিল। সুতরাং আমাদের অন্যদের (পরের প্রজন্মের) জন্য বপন করতে হবে'।

ব্যাখ্যাঃ এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, ষড়যন্ত্র আরম্ভ করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অনেক আগে থেকে। প্রকৃত সত্য হলো, এ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করা হয়েছে রাসূল (সঃ) এর এন্তেকালের পর থেকেই।

পৃষ্ঠা নং ১৭ : আমাকে মুসলমানদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন গোয়েন্দা হিসেবে মিশর, ইরাক, হেজাজ (মক্কা-মদিনা) ও ইস্তাম্বুল প্রেরণ করা হয়। আমাদেরকে অর্থ, তথ্য, ম্যাপ, রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও (ইসলামী) বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা: একটি জাতির মধ্যে উপদল সৃষ্টির সর্বোত্তম পন্থা হলো তাদের জ্ঞানের ভিতরে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া। ভুল পথ হয় অনেকটি। তাই জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দিতে পারলে একদল একটি এবং অন্যদল অন্যটি অনুসরণ করে। ফলস্বরূপ জাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। গোয়েন্দারা মুসলিমদের বিভক্ত করার জন্য এ সর্বোত্তম পথটিই যে বেছে নিয়েছিল আমরা পরে তাদের কথা থেকে এটি সরাসরি জানতে পারব। বাস্তবেও দেখবেন মুসলিমদের মধ্যে বর্তমানে অসংখ্য উপদল থাকার মূল কারণ হলো জ্ঞানের পার্থক্য।

পৃষ্ঠা নং ১৭ : ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে পৌঁছে আমি স্থানীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা তুর্কি রপ্ত করা আরম্ভ করি এবং তুর্কি ভাষার খুটিনাটি সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করি। আমি আমার নাম মুহাম্মাদ বলি, এবং মসজিদে যাওয়া শুরু করি।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: গোয়েন্দাগিরীর এটিই সাধারণ নিয়ম। কাজে সফল হওয়ার জন্য, যে দেশে তারা কাজ করে ভাষা, ধর্ম, চাল-চলন ইত্যাদি দিক দিয়ে সে দেশের মানুষের সাথে তাদের মিশে যেতে হয়।

পৃষ্ঠা নং ১৮ : ইস্তাম্বুলে আহম্মদ ইফেন্দি নামক এক বৃদ্ধ পন্ডিতের (ইসলামের বিশেষজ্ঞ) সাথে সাক্ষাৎ করি। এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ এর আদর্শ অনুসরণে নিজকে দিন-রাত ব্যস্ত রাখতেন। একদিন আমি আহম্মদ ইফেন্দিকে বলি, আমার পিতামাতা মারা গেছেন, কোন ভাই বোন নেই এবং কোন সম্পত্তিও নেই। জীবিকা অর্জন এবং কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা লাভ করার জন্যে ইসলামের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে এসেছি। যাতে আমার রোজগার ইহকাল ও পরকালে কাজে লাগে। তিনি আমার এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন।

ব্যাখ্যা: এটিও গোয়েন্দাগিরীর একটি সাধারণ নিয়ম। নানা রকম ধোঁকাবাজী মূলক কথা বা প্রলোভন দেখিয়ে তারা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

পৃষ্ঠা নং ২০ : কাজ শেষে আমি আসরের নামাজ পড়তে মসজিদে যেতাম এবং মাগরিব পর্যন্ত সেখানে থাকতাম। মাগরিবের পর আমি আহম্মদ ইফেন্দির বাড়িতে যেতাম। তিনি আমাকে আরবী ও তুর্কি ভাষায়, অতি উত্তমভাবে, দুই ঘন্টা কুরআন শিক্ষা দিতেন।

পৃষ্ঠা নং ১৮ : আহম্মদ ইফেন্দির মাধ্যমে দুই বছরে আমি সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন শেষ করি।

পৃষ্ঠা নং ২২ : প্রথম মিশনে আমি সন্দেহাতীতভাবে তুর্কি, আরবী, কুরআন ও শরীয়াত শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলাম। প্রথম মিশন শেষে লন্ডনে ফেরার পর সফলতার দিক দিয়ে আমাকে ৩য় স্থান দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা: এ বিশেষ গোয়েন্দা আরবী, কুরআন ও শরীয়াত শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও সাফল্যের দিক দিয়ে তাকে তৃতীয় স্থান দেয়া হয়। অর্থাৎ সাফল্যের বিবেচনায় তার চেয়ে বেশি সফল হওয়া আরো গোয়েন্দা ছিল।

পৃষ্ঠা নং ২২ : সেক্রেটারী জানান পরবর্তী মিশনে আমার দু'টি কাজ-

- ❖ মুসলমানদের দুর্বল (বিশেষ করে জ্ঞানের) জায়গাগুলো খুঁজে বের করা,

www.pathagar.com

- ❖ ঐ পথে তাদের দেহে প্রবেশ করা ও তাদের জোড়াগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।
- ❖ শত্রুকে পরাজিত করার এটিই মূল পথ

ব্যাখ্যা: এখান থেকে জানা যায় যে, একটি জাতিকে অধঃপতিত করার সবচেয়ে ফলপ্রসু পদ্ধতি (মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়ার পদ্ধতি) অনুসরণ করে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এ গোয়েন্দাদের।

পৃষ্ঠা নং ৩২: দ্বিতীয় মিশনে ইরাকের বসরায় পৌঁছে আমি ইসলামের এক (বিশিষ্ট) ব্যক্তির সাথে মধুর বন্ধুত্ব স্থাপন করি। সে এবং আমি মিলে কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভুল পথে পরিচালিত করা।

ব্যাখ্যা: এখান থেকে জানা যায় গোয়েন্দারা ইসলামী বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে বা নিজে বিশেষজ্ঞ সেজে ইসলামের জ্ঞানে ভুল ঢুকায়।

পৃষ্ঠা নং ৬০: ইস্তাম্বুলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে তারা ছেলেমেয়েদের জন্যে মাদ্রাসা খুলছে ...

... ...

ব্যাখ্যা: এখান থেকে জানা যায়, গোয়েন্দারা মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে মাদ্রাসা খুলেছিল। একটি জাতির মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, জাতির যে ব্যক্তিগণ লেখা-পড়া করে জ্ঞানী হবে এবং সমাজে জ্ঞান প্রচার করবে তাদের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া। আর এ কাজটি করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো মাদ্রাসার সিলেবাসে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া। এজন্যেই গোয়েন্দারা মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে ছেলেমেয়েদের জন্যে মাদ্রাসা খুলেছিল। আর এটি বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, মাদ্রাসা খোলার পর তারা এমন স্থানগুলো দখল করেছিল যেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকলে সিলেবাসে ভুল ঢুকানো সহজ হয়। সে পদগুলো পিওন বা কেরানি অবশ্যই হবে না। সে পদগুলো অবশ্যই হবে, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি ইত্যাদী।

www.pathagar.com

২. দৈনিক ইনকিলাবে ০২.০৪.৯৮ ইং তারিখে প্রকাশিত 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা' প্রতিবেদনের তথ্য

প্রতিবেদনটি ভারতের উর্দু পাক্ষিক সাময়িকী 'তামির-ই-হায়াত' এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের অনুবাদ। প্রতিবেদনটির বিষয়বস্তু হলো - ভারতের নওয়াব ছাতারীর দেখা এক স্থাপনা এবং তার কার্যক্রম। প্রতিবেদনটির মূল বক্তব্য, একটু গুছিয়ে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

নওয়াব ছাতারী আলিগড়ের জমিদার ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধী এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সার্বিক সহযোগী ছিলেন। আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার কর্তৃক তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। (মতবাদের মিল থাকার কারণে) যে সব ইংরেজ কালেক্টর পোস্টিং নিয়ে আলীগড়ে আসতেন নবাবের সাথে তাদের মধুর ও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতো। একবার ব্রিটিশ সরকার ভারতের সকল গভর্নরকে বৃটেনে ডাকেন। নওয়াব ছাতারীও তখন বৃটেনে যান। ঐ সময় বৃটেনে অবস্থানকারী পুরাতন বন্ধু অনেক অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টর ও কমিশনার গভর্নর ছাতারীর সাথে সাক্ষাত করেন। কালেক্টরদের মধ্যে একজন ছিলেন নবাব সাহেবের ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অনেক কাছের ব্যক্তি। ঘনিষ্ঠতম কালেক্টর, যাদুঘর ও হাজার বছরের পুরাতন অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু যা নওয়াব কখনো চোখে দেখেনি বা কানে শুনেনি, তা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। নবাব সাহেব বলেন 'ঐগুলো আমি আগে দেখেছি, তাই আপনি আমাকে এমন কোন বস্তু দেখাতে পারেন যা কোন ভিনদেশী আগে দেখেনি'। কালেক্টর সাহেব বললেন 'নবাব সাহেব এমন কি বস্তু হতে পারে যা কোন ভিনদেশী আগে দেখেনি? যাক আমি ভেবে-চিন্তে পরে বলবো'। দু'দিন পর কালেক্টর সাহেব বললেন 'নবাব সাহেব আমি ইতোমধ্যে খোঁজ-খবর নিয়েছি। আপনাকে এমন জিনিস দেখাবো যা কোন ভিনদেশী কখনো দেখেনি'। দু'দিন পর কালেক্টর সাহেব সরকারের লিখিত অনুমতিসহ নবাব সাহেবের অতিথিশালায় পৌঁছে অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখার কর্মসূচী তৈরি করেন। কালেক্টর সাহেব বললেন 'আমার ব্যক্তিগত গাড়িতে যেতে হবে। এই ভ্রমণে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না'। পরের দিন তারা দু'জন অত্যাশ্চর্যবস্তু দেখতে বের হলেন। শহর-নগর পেরিয়ে ছোট একটি সড়ক দিয়ে গাড়ি যতো এগোতে থাকলো ততো গভীর অরণ্য। কোন যাত্রী বা পথিক চোখে পড়ে না। এভাবে আধাঘন্টার বেশি সময় চলার পর একটি বিরাট গেটের সামনে তারা গাড়ি থেকে নামেন। উভয় পাশে সশস্ত্র সৈন্যের সতর্ক

www.pathagar.com

প্রহরা দেখা গেল। কালেক্টর গাড়ি থেকে নেমে পাসপোর্ট ও সরকারি অনুমতিপত্র গেটে জমা দিয়ে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। কর্মকর্তারা বলে দিলেন এখন নিজেদের গাড়ি রেখে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে। দু'দেয়ালের মধ্যদিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো। সুনিবিড় জঙ্গল আর বৃক্ষলতা ভিন্ন আরকিছু দেখা যায় না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সামনে একটি প্রাসাদ দেখা গেল। কালেক্টর সাহেব বললেন, 'প্রাসাদে প্রবেশের পর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। একেবারে চুপচাপ থাকবেন। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে বাসায় ফিরে উত্তর দেব'। প্রাসাদের কিছু দূরে গাড়ি রেখে তারা পায়ে হেঁটে চললেন। বিপুল সংখ্যক কক্ষ সম্পন্ন প্রাসাদটি গগনচুম্বী ও অতিকায়। কালেক্টর সাহেব নবাব সাহেবকে একটি কক্ষের সামনে দাঁড় করালেন যেখানে আরবী পোশাক পরিহিত বিপুল ছাত্র মাটির বিছানায় বসে সবক নিচ্ছে। যেমন আমাদের দেশের মাদ্রাসা ছাত্ররা নেয়। ছাত্ররা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় উস্তাদের নিকট প্রশ্ন করছে। আর উস্তাদ সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কালেক্টর সাহেব এভাবে নবাব সাহেবকে প্রতিটি কক্ষ এবং সেখানে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা ও বাস্তব ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তা ঘুরে ঘুরে দেখান। নবাব সাহেব এভাবে অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেন যে- কোন কক্ষে কিরায়াত শিখানো হচ্ছে, কোথাও কুরআনুল কারীমের অর্থ ও তাফসীর শিখানো হচ্ছে, কোথাও বুখারী ও মুসলিম শরীফের সবক চলছে, কোথাও মাসয়ালা নিয়ে বিশদ আলোচনা চলছে, কোথাও হচ্ছে ইসলামী পরিভাষার উপর বিশেষ অনুশীলন, একটি কক্ষে দেখা গেলো ধর্মীয়তত্ব নিয়ে দু'গ্রুপের মধ্যে রীতিমত আনুষ্ঠানিক বিতর্ক চলছে। নবাব সাহেব এসব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং একজন ছাত্রের সাথে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বললেন। বাসায় ফিরে নবাব সাহেব বললেন, এতবড় দ্বীনি মাদ্রাসা যেখানে দ্বীনের প্রতিটি বিষয় উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হচ্ছে, দেখে ভালো লেগেছে। কিন্তু এসব মুসলিম ছাত্রকে এই দূরবর্তী জায়গায় বন্দী করে কেন রাখা হয়েছে? কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন, 'এসব ছাত্ররা একজনও মুসলিম নয়। সব খৃষ্টান মিশনারী'। নবাব সাহেব আরো আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর কারণ কি?' কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন, 'সুড়ঙ্গ পথে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান থেকে লিখাপড়া শেষ করে ছাত্রদের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। (গোয়েন্দা আলিমদের বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর কারণ হলো- মধ্যপ্রাচ্য হলো ইসলামের উৎস। তাই মধ্যপ্রাচ্য থেকে

www.pathagar.com

কোন বিশেষজ্ঞ ইসলামের কোন কথা বললে তা সারা মুসলিম বিশ্বে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়)। সেখানে তারা নানান ছলে বলে কৌশলে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ছোট বাচ্চাদের কুরআনের গৃহ শিক্ষক, মাদ্রাসার মুহাদ্দীস বা মুফতি হিসেবে ঢুকে পড়ে। যেহেতু তারা আরবী সাহিত্য ও ইসলামী বিষয়ে পারদর্শী তাই তাদের নিয়োগ পেতে অসুবিধা হয় না। অনেক সময় ধোঁকা দেয়ার জন্য তারা বলে, আমরা ইংরেজ এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলিম। আমাদের অনেকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা। নিজ দেশে দ্বীনি পরিবেশ, বড় মাদ্রাসা এবং পর্যাপ্ত মসজিদ না থাকায় আমরা এখানে এসেছি। শুধু দু'মুঠো ভাত ও মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই পেলেই চলবে। আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য সবকিছু কোরবান করতে প্রস্তুত।' এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে গিয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে (বিশেষ করে ইসলামের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে) বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির জন্য তারা অত্যন্ত তৎপর থাকে। একবার বিভেদের বীজ বপন করতে পারলে, ইন্ধন যুগিয়ে তারা মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে রক্তপাতও ঘটায়। সামান্য একটি ইসলামী বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করে দেয় দাঙ্গা হাঙ্গামার।

৩. 'তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ' পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্য

ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রগুলো ধ্বংসের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার জন্য তারা (ইহুদী-খৃষ্টান চক্র) প্রথম ধাপে আরব বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেমতে সর্বপ্রথম ইহুদীরা মিশর ও ইসরাইলের মাঝে সমঝোতা করায়। অতঃপর উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এক তরফা মিশরের নিকট দাবী করে যে, মিশরের শিক্ষা সিলেবাস থেকে এমন সব মৌলিক দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দিতে হবে যা উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত ও সুসংহত হওয়ার পথে অন্তরায়। সাবেক ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান মিশর সফরকালে মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতকে বলেছিলেন, ইসরাইল ও মিশরের মধ্যকার সুসম্পর্ক কিভাবে মজবুত ও সুসংহত হবে, অথচ মিশরী নাগরিক **কুরআনের এই আয়াত (মায়িদাঃ৭৮) পড়ছে** যাতে ইসরাইলের নিন্দা করা হয়েছে। ... ...

... ...

আনোয়ার সাদাত সাথে সাথে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, সিলেবাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া হোক এবং এ জন্য একটি কমিটিও গঠন করলেন

www.pathagar.com

যার মধ্যে আমেরিকা, ইসরাইল ও মিশরের শিক্ষাবিদদের সদস্য করা হয়। তাদের কাজ দেয়া হয়, বর্তমান সিলেবাস পর্যালোচনা করে একটি সুপারিশ পেশ করা, যার আলোকে এমন একটি নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে যা হবে সেক্যুলার ও ধর্মহীন। মুসলিম বিশ্বের দীন ও ধর্মীয় শিক্ষাকে নির্মূল করার জন্য আমেরিকা মুসলিম বিশ্বকে সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করলো যে, যেসব মুসলিম ও আরব দেশ তাদের শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করবে, তাদেরকেই কেবল সাহায্য দেয়া হবে। মিশর এ ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে ১৯৮১-২০০১ ইং সাল পর্যন্ত ১৮৫ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য কেবল শিক্ষা উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়।

তেলআবিবে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মিশরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা খলিল এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের বিষয় ছিল 'আরব ইসরাইল সম্পর্ক স্থিতিশীলতায় কুরআনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া'। উক্ত সেমিনারে ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান পরিস্কার দাবি করেন, **'ঐ সব মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হোক যেখানে কুরআন পড়ানো হয়'**।.

(তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী, জেনারেল সেক্রেটারী, লন্ডনভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফোরাম, বাংলাদেশ ব্যুরো। রিমঝিম প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৯। পৃষ্ঠা নং ২৬-২৭।)

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বই, বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা প্রতিবেদন এবং তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ পুস্তিকার সারসংক্ষেপ

- ইসলামের শত্রুরা, ইসলামের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য হাজার হাজার গোয়েন্দা হিজাজ (মক্কা-মদিনা), মিশর, ইরাক, ইস্তাম্বুল, ইরানসহ সকল মুসলিম দেশে পাঠায়।

www.pathagar.com

- ❖ ঐ গোয়েন্দাদের গোপন মাদ্রাসায় শিক্ষা দিয়ে অথবা আরবদেশে পাঠিয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিয়ে, কুরআন, হাদীস ও শরীয়ায় পারদর্শী আলিম হিসেবে তৈরি করা হয়।
- ❖ গোয়েন্দারা আলিম হিসেবে মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, শিক্ষক, মুফাস্সীর, মুহাদ্দীস, মুফতি, মসজিদের খতিব, শিশুদের আরবী গৃহ শিক্ষক ইত্যাদি হিসেবে চাকরি নেয়।
- ❖ ঐ গোয়েন্দা আলিমরা মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করিয়ে বা নিজে বিশেষজ্ঞ সেজে ভুল ব্যাখ্যা করে, ভুল তথ্য তৈরি করে।
- ❖ গোয়েন্দা আলিমরা মুসলমানদের সাথে মিলেমেশে মাদ্রাসা তৈরি করে।
- ❖ অতঃপর তৈরি করা ভুল তথ্যগুলো বিভিন্নভাবে, বিশেষ করে ফিকাহ শাস্ত্র ও মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করে।
- ❖ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই তারা এ কাজ শুরু করে এবং ঐ কাজ এখনো চলছে।

ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বই এবং পত্রিকার প্রতিবেদনটির অধিকাংশ বক্তব্য সত্য হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) বাদে অন্য কারো বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেয়া সকল মুসলিমের জন্য শিরক অথবা কুফরীর গুনাহ। কোন মুসলিম যদি কোন ব্যক্তির বক্তব্যকে এ কারণে মেনে নেয় যে ব্যক্তিটি অত্যন্ত জ্ঞানী তাই তার ভুল হতে পারে না, তবে এতে শিরকের গুনাহ হবে। কারণ, নির্ভুলতা শুধু আল্লাহর গুণ। আর কোন মুসলিম যদি কোন ব্যক্তির বক্তব্যকে এ কারণে মেনে নেয় যে ব্যক্তিটি অত্যন্ত জ্ঞানী পক্ষান্তরে তার ইসলামের কোন জ্ঞান নেই। তবে এতে তার আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত বিবেককে অস্বীকার করার (কুফরীর) গুনাহ হবে। যার বিবেক জাগ্রত আছে সে ইসলামের অনেক তথ্য জানে।

www.pathagar.com

তাই, ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বই এবং পত্রিকার প্রতিবেদনটি পড়ার পর আমি তথায় উল্লিখিত বিস্ময়কর তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করি। এটি করতে যেয়ে আমি যে তথ্যসমূহ পেয়েছি তা হলো-

তথ্য-১

♦ গোয়েন্দাদের মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে মাদ্রাসা তৈরি করা এবং মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করার প্রমাণ

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম ২৬ জন প্রিন্সিপাল ছিল খৃস্টান। ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ খৃঃ পর্যন্ত তারা ঐ পদে ছিল। অর্থাৎ প্রথম ৭৭ বছর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিল খৃস্টান। ঐ প্রিন্সিপালদের নাম হলো-

১. ড. এ. স্প্রেংগার
২. স্যার উইলিয়াম নাসসান লীজ
৩. মিস্টার জে. স্ট্যাকলিপ
৪. মিস্টার হেনরী ফার্ডিন্যান্ড ব্লকম্যান
৫. মিস্টার এ. ই. গ্যাফ
৬. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
৭. মিস্টার এইচ. প্রথেরো
৮. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
৯. মিস্টার. এফ. জে. রৌ
১০. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
১১. মিস্টার এফ. জে. রৌ
১২. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
১৩. মিস্টার এফ. জে. রৌ
১৪. মিস্টার এফ. সি. হিল
১৫. স্যার আর্ল স্টেইন
১৬. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক

www.pathagar.com

১৭. লে. কর্নেল জি. এম. এ. রেংকিং

১৮. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক

১৯. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস

২০. এইচ. ই. স্টেপলটন

২১. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস

২২. মিস্টার চ্যাপম্যান

২৩. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস

২৪. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী

২৫. মিস্টার এম. জে. বটমলী

২৬. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী

এ তথ্যের পর্যালোচনা

আলিয়া মাদ্রাসা প্রথমে কোলকাতায় স্থাপন করা হয়। তারপর তা ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথম ২৬ জন প্রিন্সিপালের নাম ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের রুমের দেয়ালে টানানো এবং মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ লিখিত (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত) মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস বইয়ে লিখিত আছে।

এ তথ্যটি, গোয়েন্দার ডায়রি বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটির (ইস্তাম্বুলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে তারা ছেলেমেয়েদের জন্য মাদ্রাসা খুলছে) সত্যতা প্রমাণ করে। গোয়েন্দারা শুধু মাদ্রাসা তৈরি করে নাই, তারা প্রিন্সিপালও হয়েছে। প্রিন্সিপাল হতে পারলে, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, মুফতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও যে তারা দখল করেছিল তা বুঝা কঠিন নয়। আর যখন তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, সিলেবাস তাদের ইচ্ছামত তৈরি হয়েছে, সিলেবাসের বইয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক ভুল ঢুকানো হয়েছে এবং সহজে ঐ তথ্য কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না, তখন

www.pathagar.com

প্রিন্সিপালের দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। বিভিন্ন ভাবে, মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানোর ঐ প্রচেষ্টা তারা এখনো চালু রেখেছে।

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের রুমের দেয়ালে এবং মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ লিখিত মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস বইয়ে নামগুলো ছদ্ম নয়, প্রকৃত নামে উল্লিখিত আছে। কারণ, ঐ সময় বৃটিশ শাসন চলছিল। তাই ছদ্ম নাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি।

বাংলাদেশে যদি এটি হয়ে থাকে তবে অন্য মুসলিম দেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যে এটি হয়েছিল তা নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায়।

তথ্য-২

◆ সিলেবাসের পঠিত বিষয়ের তালিকায় ভুল ঢুকানোর প্রমাণ

মানুষের জীবনের সকল দিকের মূল কথা কুরআনে উল্লিখিত আছে বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতে। আল-কুরআনের অতি সামান্য অংশে আছে মাসয়ালা-মাসায়েল। কুরআনের অধিকাংশ অংশ দখল করে আছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান, অংক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ভূগোল, বায়োলজী, প্রাণীবিদ্যা, ডাক্তারী বিদ্যা, মহাকাশ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ইত্যাদি। এর মধ্যে বিজ্ঞান দখল করে আছে কুরআনের ১/৮ অংশ। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো আমাদের দেশের কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে আছে শুধু ধর্মীয় বিষয় বা মাসয়ালা-মাসায়েল (বর্তমানে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড খুবই সীমিতভাবে দু'একটি বিষয় চালু করেছে বা করার চেষ্টা করছে)। এর কারণ হিসেবে মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ থাকা তথ্য হলো- বস্তুত দ্বীনি ইলম ব্যতীত যত ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক। এ মর্মে আল্লামা রুমির এ শেরটি প্রনিধানযোগ্য-

علمِ دِین فِقهَ اسْت و تفسیر و حد یث . هَر که خَواند غَیرازین کردد خبیث

.**অর্থঃ** ইলমে দ্বীন হল ইলমে ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহ বিস্মৃত হতে বাধ্য।

(পৃষ্ঠা নং ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং)

www.pathagar.com

এ তথ্যের পর্যালোচনা

যে বিষয় অধ্যয়ন করলে মানুষ নিশ্চিতভাবে আল্লাহকে ভুলে যাবে সে বিষয় মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকা হারাম হবে এটাই স্বাভাবিক। কওমী মাদ্রাসার পরিচালকগণ এ কথাটিকে যে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন তার প্রমাণ হলো- কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত অন্যকোন বিষয়ের স্থান না পাওয়া।

আল্লামা রুমির শেরটিতে দেখা যায়, ইলমে দ্বীনের উৎস তথা ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে ফিকাহ, তাফসীর ও হাদীসকে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ তিনটির মধ্যে ফিকাহকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকাহ তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের তথা মানুষের তৈরি। তাই তাতে ভুল থাকা খুবই সম্ভব। কুরআন ও সুন্নাহে ভুল নেই কিন্তু তাফসীর ও হাদীসে ভুল থাকতে পারে বা আছে। তাহলে দেখা যায় আল্লামা রুমির শেরটিতে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর কোনটিই ভুলের উর্ধে নয়। আবার শেরটিতে তাফসীর ও হাদীসের আগে ফিকাহকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিরাট রহস্য রয়েছে। সামনে বিষয়টির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ শেরটি আল্লামা রুমির নয়। কারণ আল্লামা রুমির ন্যায় ব্যক্তি দ্বীনের উৎস হিসেবে ফিকাহকে কুরআন, সুন্নাহের আগে এবং কুরআনের পরিবর্তে তাফসীর বলবেন এটি হতে পারে না। আমি প্রায় নিশ্চিত, এ শেরটি গোয়েন্দারা তৈরি করে আল্লামা রুমির নামে চালিয়ে দিয়েছে।

তথ্য-৩

◆ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখনো কুরআনের আয়াতের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে নেয়ার চেষ্টা চালু থাকার প্রমাণ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

এটি হলো সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতের একটি অংশ। এর অর্থ নিম্নের দু'টির কোনটি হবে বলে শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ মনে করেন?

ক. যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছি,

www.pathagar.com

খ. যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, বস্তুত আমি পৃথিবীতে বংশানুক্রমে মানুষ পাঠাতে যাচ্ছি।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনারা সবাই বলবেন এ আয়াতাংশের অর্থ প্রথমটি হবে।

আবার যদি শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দকে প্রশ্ন করা হয় সূরা আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতের নিম্নে উদ্ধৃত অংশের অর্থ, উল্লিখিত দু'টির কোনটি হবে?

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ... ...

ক. এবং তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন ... ...

খ. এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের বংশানুক্রমে এক জনকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

এবারও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনারা সবাই বলবেন এ অংশের অর্থও প্রথমটি হবে।

সুধী পাঠকবৃন্দ, জেনে অবাক হবেন সৌদি আরবের বাদশা ফাহাদ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত ইংরেজী তাফসীরে এ আয়াত দু'খানির অর্থ করা হয়েছে দ্বিতীয়টি। দেখুন সে অর্থ-

বাকারা : ৩০

And (remember) when your lord said to the angels: "Verily, I am going to place (mankind) generation after generation on earth."

অর্থঃ এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, বস্তুত আমি পৃথিবীতে বংশানুক্রমে মানুষ পাঠাতে যাচ্ছি।

আন'আম : ১৬৫

And it is He Who has made you generations, replacing each other on the earth.

অর্থঃ এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের বংশানুক্রমে এক জনকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

THE NOBLE QUR'AN : King Fahd complex for the printing of Holy Qur'an Date- Hijri 21.11.1404 (1983)

BY

www.pathagar.com

Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali (Former professor of Islamic faith and teachings, Islamic University, Al Madina Al-Munawwarah)

And

Dr. Muhammad Muhshin Khan (Former director, University Hospital, Islamic University, Al-Madina Al-Munawwarah)

তথ্য-৪

◆ মুসলিমরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া

গোয়েন্দার ডায়রি বই এবং পত্রিকার প্রতিবেদনটিতে দেখা যায় গোয়েন্দাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করে ফেলা। আজ মুসলমানরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। অর্থাৎ গোয়েন্দারা তাদের এ প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে দারুণভাবে সফল হয়েছে।

একটি জাতিকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করার সবচেয়ে ফলপ্রসু উপায় হলো তাদের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া। এটি করতে পারলে একদল একমত আর অন্য দল ভিন্নমত অনুসরণ করবে। ফলে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি জাতির মূল গ্রন্থ অবিকৃত থাকলে জ্ঞানের বিভিন্নতার কারণে তাদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। মুসলমানদের মূল গ্রন্থ কুরআনের একটি অক্ষরও বিকৃত হয়নি। তাই জ্ঞানের বিভিন্নতার কারণে মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই সহজেই বলা যায় যে, গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তথা ইসলামের বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে বা নিজে বিশেষজ্ঞ সেজে ইসলামের জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দিয়ে গোয়েন্দারা মুসলমানদের আজ নানা উপদলে বিভক্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য-৫

◆ ইসলামের প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের রায় পরিবর্তন করে দেয়ার প্রমাণ

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বহু রায়ের বিষয়ে তার ছাত্র বা ছাত্রের-ছাত্ররা দ্বিমত পোষণ করেছেন বা ভুল বলেছেন এবং ঐ স্থানে ছাত্র বা ছাত্রের-ছাত্রদের রায়গুলো সমাজে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সুধী পাঠক, এ ঘটনার কারণ নিম্নের দু'টির কোনটি হবে বলে আপনার মনে হয়?

১. ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর জ্ঞান-বুদ্ধি খুবই কম ছিল

www.pathagar.com

২. ঐ ছাত্র বা ছাত্রের-ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ গোয়েন্দাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল বা নিজে গোয়েন্দা ছিল। যারা ইমামের সঠিক সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করেছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ ঘটনার কারণ দ্বিতীয়টি হবে বলে সকল পাঠকই উত্তর দিবেন।

ইমাম আবু হানিফা মাতৃভাষা আরবী ছিল। তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন এবং অনেক হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি তাবেয়ী ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাই, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর জ্ঞান-বুদ্ধি খুবই কম ছিল একথা বলা বড় ভুলই শুধু হবে না, বড় গুনাহও হবে। শত্রুরা নানাভাবে অত্যাচার করেও নিজেদের পক্ষে আনতে না পেরে, কারাগারের মধ্যে বিষ প্রয়াগে তাঁকে হত্যা করেছিল। ইমাম মালিক (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর উপরও অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় সকল ইমামের রায়ের বেলায় এ অকল্পনীয় ঘটনা ঘটেছে। তাই এ তথ্যটিও ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বই এবং পত্রিকার প্রতিবেদনটির মূল বিষয়বস্তুর (অমুসলিম গোয়েন্দা আলিমরা মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করায় বা নিজে বিশেষজ্ঞ সেজে ভুল ব্যাখ্যা করে) সত্যতা প্রমাণ করে।

তথ্য–৬

◆ সিলেবাসে ভুল ঢুকানোর বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রমাণ

কুরআন ও সুন্নাহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে প্রায় সকল সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান যে উত্তর দেয় প্রায় সকল মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি তার বিপরীত উত্তর দেয়। যেমন–

ক. হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে কি?

প্রায় সকল সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান একবাক্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন, হাদীস কখনও কুরআনকে রহিত করতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি বলবেন, হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে। কারণ এটি তাদের সিলেবাসে আছে।

www.pathagar.com

খ. 'কুরআনের অনেক আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নাই' কথাটি কি সত্য?

প্রায় সকল সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান একবাক্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন, এটি কখনো সত্য হতে পারে না। কারণ এটির অর্থ হলো মুসলমানদের অকল্পনীয় পরিমাণের সময়, কালি ও কাগজ নষ্ট হওয়া। কিন্তু অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি বলবেন কথাটি সত্য। কারণ এটি তাদের সিলেবাসে আছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এ দু'টি বিষয়ের কারণ নিম্নের দু'টির কোনটি হবে?

১. কুরআন ও সুন্নাহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপরীত

২. মাদ্রাসার সিলেবাসে ষড়যন্ত্র করে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকল বিবেকবান মানুষ বলবেন, দ্বিতীয়টিই এ দু'টি বিষয়ের কারণ। এ বিষয়ে সঠিক তথ্যটি হলো, আল-কুরআনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিরন্তনভাবে বাইরের কোন বক্তব্য নেই। এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। তাই, এ তথ্যও প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বই এবং পত্রিকার প্রতিবেদনটির মূল বিষয়বস্তু সঠিক।

তথ্য–৭

◆ সিলেবাসে ভুল ঢুকানোর বিষয়ে অন্য প্রমাণ

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত (জানুয়ারী, ২০১০) ৩০টি পুস্তিকার মাধ্যমে ৩০টি বিষয়ে তাদের গবেষণা প্রকাশ করেছে। ঐ ৩০টি বিষয় সবকটি ইসলামের মৌলিক বিষয়। ঐ বিষয়গুলোর প্রতিটিতে কুরআন, হাদীস এবং বাস্তবতার অনেক স্পষ্ট ও সহজবোধগম্য তথ্য আছে। কিন্তু ঐ প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিপরীত কথা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু আছে। এ ঘটনার কারণ কোনটি হবে?

১. ইসলামের বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই কম ছিল

২. ষড়যন্ত্র করে ইসলামের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে

www.pathagar.com

সকল প্রকৃত মুসলমান অবশ্যই এ ঘটনার কারণ দ্বিতীয়টি বলবেন। এ তথ্যটিও ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বই এবং পত্রিকার প্রতিবেদনটির মূল বিষয়বস্তু সঠিকত্বের একটি প্রমাণ। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রকাশিত ৩০টি পুস্তিকার তালিকা এ বইয়ের শেষে উল্লিখিত আছে।

★ ★ ★ ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বইয়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব (রঃ) কে খুব নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ তথ্যটি সত্য নয় বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ইসলামী মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো এবং তা স্থায়ী করার জন্য গোয়েন্দারা বিভিন্ন স্তরে যে বিস্ময়কর কাজ করেছে

ইসলামী জ্ঞানে ভুল ঢুকানো এবং তা স্থায়ী করার জন্য অমুসলিম গোয়েন্দারা নয়টি স্তরে বিস্ময়কর কাজ করেছে। ঐ নয়টি স্তর হলো-

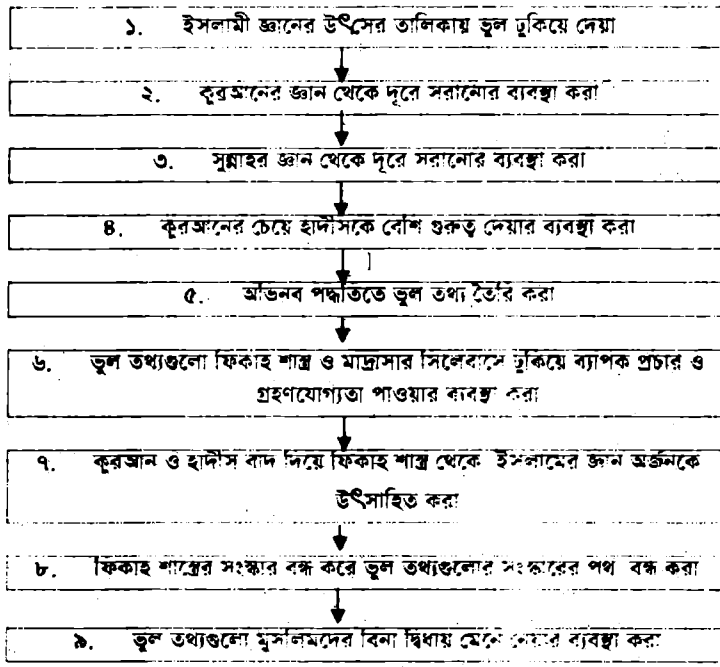

চলুন, এই প্রতিটি স্তরে গোয়েন্দারা যে বিস্ময়কর কাজ করেছে সেটি এবার দেখা যাক-

www.pathagar.com

ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকায় গোয়েন্দারা যে ভুল ঢুকিয়ে দিয়েছে

ইসলামী জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত তালিকা, যা মাদ্রাসায় শিখানো হয় এবং অনেক সাধারণ মুসলমানও জানে- ১. কুরআন, ২. হাদীস, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসের তালিকা হলো- ১. কুরআন, ২. সুন্নাহ এবং ৩. বিবেক বা বিবেক-নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি (বিবেক-বুদ্ধি)।

❖ ইসলামী জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত তালিকার ভ্রান্তিসমূহ

ভ্রান্তি-১

প্রচলিত তালিকায় ইজমা বা কিয়াসকে উৎস ধরা হয়েছে। কিন্তু ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। তা হলো সামষ্টিক বা একক সিদ্ধান্ত।

কিয়াস হলো- কুরআন ও সুন্নাহে যে বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই বা কুরআন ও সুন্নাহে উল্লেখ থাকা যে সকল বিষয়ের একাধিক ব্যাখ্যার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি তথা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির আলোকে নেয়া একক (এক ব্যক্তির নেয়া) সিদ্ধান্ত।

ইজমা হলো- ঐ ধরনের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি তথা আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নেয়া সামষ্টিক সিদ্ধান্ত।

ভ্রান্তি-২

প্রচলিত তালিকায় ইজমা-কিয়াস বলতে ১১০০-১২০০ বছর পূর্বের মানুষের (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী স্তরের মানুষের) ইজমা বা কিয়াসকে বুঝানো হয়েছে এবং তা অপরিবর্তনীয় ধরা হয়েছে। বিষয়টি মাদ্রাসার বইয়ে এভাবে উল্লিখিত আছে-

'ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ হল ৪টি। কুরআন, সুন্নাহ, (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের) ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত অবধি ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে যে যতই সুন্দর সুষ্ঠ সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোন মূল্য নেই। (পেশ কালাম, 'উসূলুশ শাশী', প্রকাশক, আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল- ০৯.১১.২০০৪, কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

www.pathagar.com

প্রকৃত সত্য- কিয়াস ও ইজমা সকল যুগেই চালু থাকবে। আর মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পরিবর্তনশীল। তাই সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে ইজমা বা কিয়াসের সিদ্ধান্তও পরিবর্তন হবে।

❖ যে অভিনব উপায়ে বিবেককে উৎসের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে

প্রথমে মু'তাজিলাদের (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, ৮০ - ১৩১ হিঃ) দ্বারা 'বিবেক', কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করানো হয়। অর্থাৎ মু'তাজিলাদের দ্বারা প্রচার করা হলো যে, 'বিবেক', কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোন বিষয়ে যদি কুরআন-সুন্নাহ ও বিবেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে তখন কুরআন ও সুন্নাহর রায়কে বাদ দিয়ে বিবেকের রায়কে গ্রহণ করতে হবে। এ প্রচারে মুসলিম জাতির প্রায় সবাই যখন ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তখন অন্যদের দ্বারা, 'বিবেক ইসলামী জ্ঞানের কোন ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়' কথাটি, গোয়েন্দারা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে এবং তা এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে।

কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তবতা অনুযায়ী, বিবেক হলো- কুরআন ও সুন্নাহর অধীনে, আল্লাহ প্রদত্ত, সকলের নিকট সবসময় উপস্থিত থাকা, ইসলামী জ্ঞানের সাময়িক উৎস (Screening source)। আর কুরআন ও সুন্নাহ হলো- ইসলামী জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস (Confirmatory source)। বিষয়টির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে, **'কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী - বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?'** এবং **'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা'** নামের বই দু'টিতে।

❖ উৎসের তালিকা থেকে বিবেক বাদ যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে

ক্ষতি-১

'বিবেক' হলো ইসলামের মধ্যে ভুল ঢুকানোকে বাধা দেয়ার জন্য আল্লাহর দেয়া সদাজাগ্রত পাহারাদার। পাহারাদারকে সরিয়ে দিলে ঘরে চোর ঢুকে যায়। তাই বিবেককে সরিয়ে দেয়ার ফলে ইসলামের ঘরে অসংখ্য চোর (ভুল তথ্য) ঢুকে পড়েছে।

ক্ষতি-২

সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করা এবং এর মাধ্যমে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ক্ষতি-৩

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের যে অসাধারণ ফর্মুলা বা চলমানচিত্র (Flow chart) কুরআন-হাদীসে আছে তা আলোর মুখ দেখেনি। ফর্মুলা বা চলমানচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- **'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা'** নামক বইটিতে।

❖ উৎসের তালিকা থেকে বিবেক-বুদ্ধি বাদ যাওয়ার ক্ষতির উদাহরণ

উদাহরণ-১

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

প্রচলিত অর্থঃ যিনি জমাট বাঁধা রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

(আলাকঃ ২)

প্রচলিত অর্থের বিভ্রান্তিঃ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থটি প্রায় সকল তাফসীরে লিখা আছে। জমাট বাঁধা রক্ত মৃত বস্তু। তাই এ তথ্য একজন ডাক্তার বা ডাক্তারী পড়া ছাত্র জানলে তারা বলবে কুরআনে ভুল তথ্য আছে। এবং তাদের কুরআনের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনে কোন ভুল নেই।

প্রকৃত অর্থঃ 'আলাক' এর একটি অর্থ জমাট বাঁধা রক্ত। কিন্তু এর আর একটি অর্থ হলো, কোন স্থান থেকে দৃঢ়ভাবে ঝুলে থাকা বস্তু। মায়ের পেটে এক-দুই সপ্তাহ বয়সের ভ্রূণকে কোন স্থান থেকে দৃঢ়ভাবে ঝুলে থাকা বস্তুর ন্যায় দেখা যায়। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখুন-

www.pathagar.com

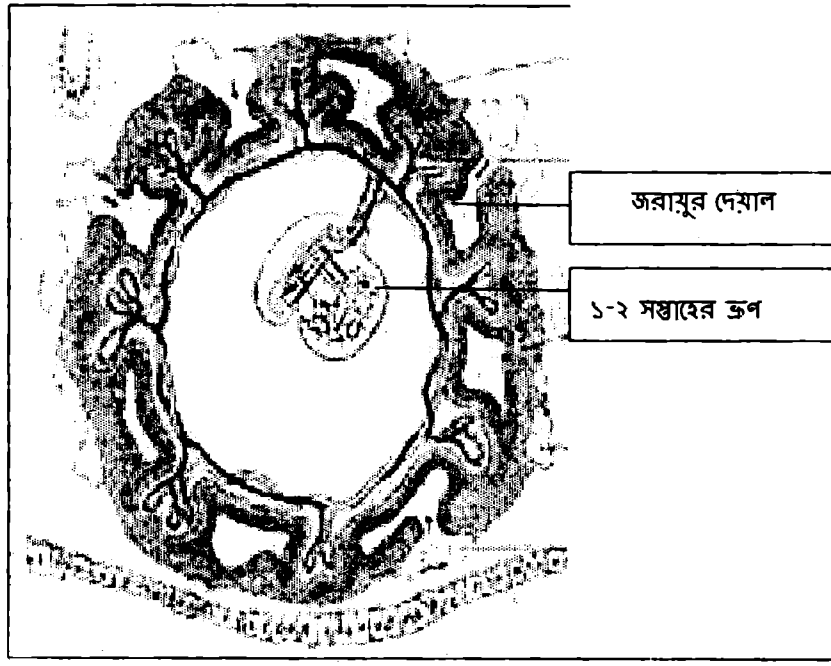

মায়ের পেটে ১-২ সপ্তাহ বয়সের ভ্রূণ, কোন স্থান থেকে দৃঢ়ভাবে ঝুলে থাকা বস্তুর ন্যায় দেখা যায়, এটি ডাক্তারী বিদ্যা জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে।

তাই, এ আয়াতের বর্তমান তথা প্রকৃত অর্থ হবে, যিনি মানুষকে এমন জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন যা মায়ের পেটে প্রথমদিকে কোন স্থান থেকে দৃঢ়ভাবে ঝুলে থাকা বস্তুর ন্যায় দেখা যায়। এ তথ্য একজন ডাক্তার বা ডাক্তারী পড়া ছাত্র জানলে তাদের কুরআনের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

পূর্বের তাফসীরবিদগণের এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা না করতে পারার কারণ তাদের ইচ্ছাকৃত ভুল নয়। এটির কারণ সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা। তাই, সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করতে না পারলে, ইসলাম শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। ইসলামী জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত তালিকা এটি হতে দেয়নি।

www.pathagar.com

উদাহরণ–২

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه.

সরল অর্থঃ অতঃপর বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ কেউ করে থাকলে পরকালে সে তা দেখতে পাবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ কেউ করে থাকলে পরকালে তাও সে দেখতে পাবে। (যিলযালঃ ৬,৭)

ইমাম নাসাফীর (রহঃ) এ আয়াত দু'খানির করা ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত

আকাইদুন নাসাফীয়াহ (আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন) বইখানি কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্য বই। আলিয়া মাদ্রাসার ফাযিল ক্লাসে বইটি পড়ানো হয়। ঐ বইয়ের ১২৭ নং পৃষ্ঠায় এ আয়াত দু'খানির ইমাম নাসাফীর করা ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যার আলোকে তার দেয়া সিদ্ধান্ত উল্লেখ আছে। ঐ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের মূল বক্তব্য হলো নিম্নরূপ-

ব্যাখ্যাঃ বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করা থাকলে পুরস্কার দেয়ার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তিকে পরকালে তা দেখানো হবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করা থাকলে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে তাকে তা দেখানো হবে।

সিদ্ধান্তঃ

গুনাহগার মু'মিনকে তার কৃত পাপকাজ শাস্তির মাধ্যমে দেখানোর জন্য প্রথমে দোযখে নেয়া হবে। অতঃপর কৃত সৎকাজ পুরস্কারের মাধ্যমে দেখানোর জন্য দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে নেয়া হবে। আর এটিই হলো কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের চিরকাল দোযখে না থাকার বিষয়ে কুরআনের দলিল।

ইমাম নাসাফীর (রহঃ) আয়াত দু'খানির করা ব্যাখ্যা এবং তার আলোকে নেয়া সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা-

আয়াত দু'খানিতে বলা হয়েছে দুনিয়াতে কেউ বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে পরকালে তাকে তা দেখানো হবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ কেউ করে থাকলে তাও তাকে দেখানো হবে। বর্তমান কালের মানুষ জানে যে, কৃত কাজ ভিডিও (VIDEO) রেকর্ড করা থাকলে অনেক দিন বা বছর পর তা আবার রি-প্লে করে দেখানো যায়। কিন্তু ইমাম নাসাফীর যুগে ভিডিও রেকর্ডের জ্ঞান মানব সভ্যতার ছিল না। তাই ইমাম নাসাফীর পক্ষে আয়াত দু'খানিতে উল্লিখিত 'কাজ দেখানো হবে' কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। তিনি

www.pathagar.com

মনে করেছেন, 'সৎ কাজ দেখানোর' অর্থ হলো সৎ কাজের জন্য দেয়া পুরস্কার দেখানো। আর 'অসৎ কাজ দেখানোর' অর্থ হলো অসৎ কাজের জন্য দেয়া শাস্তি দেখা।

আর এই অনিচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যার আলোকে গুনাহগার মু'মিনের পরকালে দোযখে থাকার মেয়াদের বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা সঠিক হয়নি। সে সিদ্ধান্তটি হলো, 'একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু নেকী এবং কিছু গুনাহ উপস্থিত থাকলে পরকালে সে কিছুকাল দোযখ ভোগ করার পর অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে'। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকলেই এ কথাটি জানে এবং মানে। আর বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ লোক বেশি হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো এ ভুল তথ্য। এ তথ্য কুরআনের বহু আয়াত এবং অনেক শক্তিশালী সহীহ হাদীসের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?' নামক বইটিতে।

ইমাম নাসাফীর (রহঃ) এ ভুল ইচ্ছাকৃত নয়। এ ভুল হয়েছে সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে। তাই, সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করতে না পারলে, ইসলাম শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা এবং মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি রূপে আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। ইসলামী জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত তালিকা এটি হতে দিচ্ছে না।

আয়াত দু'খানির বর্তমান যুগের ব্যাখ্যা বা সঠিক ব্যাখ্যাঃ

বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ দুনিয়ায় কেউ করে থাকলে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে ধারণ করা ঐ কাজের ভিডিও বা আরো উন্নত মানের রেকর্ড, আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে, তথ্য প্রমাণ হিসেবে মানুষকে দেখানো হবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করা থাকলে তার রেকর্ডও, তথ্য প্রমাণ হিসেবে দেখানো হবে।

কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর জন্য গোয়েন্দারা যা করেছে

এ লক্ষ্যে যে বিস্ময়কর কাজগুলো তারা করেছে বা কথাগুলো চালু করে দিয়েছে তা হলো-

www.pathagar.com

১. কুরআনের আয়াত বানানোর চেষ্টা করা

প্রথমে তারা কুরআনের আয়াত বানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এটিতে তারা ব্যর্থ হয়।

২. তাফসীরের নীতিমালার (উসূল) কম গুরুত্বের বিষয়কে বেশি এবং বেশি গুরুত্বের বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি চালু করে দেয়া

কুরআনের আয়াত বানাতে ব্যর্থ হয়ে গোয়েন্দারা তাফসীরের নীতিমালার কম গুরুত্বের বিষয়কে বেশি এবং বেশি গুরুত্বের বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি চালু করে দিয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় যে বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা হলো আরবী গ্রামার। আর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে- কুর'আনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই, একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা এবং আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞান থাকা, এ বিষয় তিনটিকে।

আমি অবাক হয়ে যাই যখন দেখি যে, বিখ্যাত কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থে (বায়যাবী, জালালাইন, কাশশাফ) শুধুমাত্র গ্রামারের মাধ্যমে তাফসীর করা হয়েছে। অথচ কুরআনের শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারক (রাসূল স.) এর একটি হাদীসও নেই যেখানে তিনি আরবী গ্রামারের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন বা করতে বলেছেন। এ কথার অর্থ এটি নয় যে কুরআনের তাফসীর করার জন্য আরবী গ্রামার জানার কোন দরকার নেই। তবে কুরআনের তাফসীরের জন্য আরবী গ্রামারের যে পরিমাণ গুরুত্বের কথা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু আছে তা মোটেই সঠিক নয়। আর কুরআনের বক্তব্য বুঝানোর জন্য নিজের তৈরি বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের উদাহরণ বার বার উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ এ কথাটিই জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের সঠিক তাফসীর করতে হলে তাঁর তৈরি বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞান থাকা বিশেষভাবে দরকার। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি' নামক বইটিতে।

৩. আল-কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত জারী আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে গেছে, এ কথাটি প্রচার করা হয়েছে

কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতার স্পষ্ট বিরুদ্ধ এধরনের তথ্য-

মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ের নাসেখ-মানসুখ বিভাগে লিখে রেখে বা অন্যভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমে-

www.pathagar.com

- ❖ কুরআনের অনেক আয়াতের শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে সরানো হয়েছে,
- ❖ ইসলামের শত্রুদের আল্লাহর সম্বন্ধে অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

এ তথ্যের পক্ষে সাধারণত সূরা আল-বাকারার ১০৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়। কিন্তু সাধারণজ্ঞানে বলা যায় যে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা, কিছু আয়াতের তিলাওয়াত জারী আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে গেছে এরকমটি হওয়ার কথা নয়। কারণ সূরা বনী ইসরাইলের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই'। আর মহান আল্লাহ অপচয় পছন্দ করেন না একথাটি তিনি শুধু কুরআনে লিখে রেখে ক্ষান্ত হননি। মানুষের শরীরে বাস্তবভাবে তিনি এর স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি হয় লিভারে, ২৪ ঘন্টা ধরে। এ পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাবার হজম করার জন্য প্রয়োজন হয়। মানুষের পেট যখন খালি থাকে তখন ঐ পিত্তরস যদি খাদ্য হজমের নাড়িতে (Small intestine) চলে যায় তবে তা অপচয় হবে। এই অপচয় ঠেকাতে আল্লাহ পিত্তথলি দিয়েছেন। পেট যখন খালি থাকে তখন যে পিত্তরস তৈরি হয় তা পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়ে থাকে। পেটে খাবার গেলে পিত্তথলি, জমা করে রাখা পিত্তরস খাদ্য নাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

আল-কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত জারী আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে গেছে, কথাটি সঠিক হলে, ঐ আয়াতগুলো লিখতে ও পড়তে যে বিপুল পরিমাণ কাগজ, কালি ও সময় ব্যয় হয় তা অবশ্যই অপচয় হয়। তাই এ কথাটি যে সঠিক নয় তা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়।

অন্যদিকে এ কথাটি ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ ও কুরআন সম্বন্ধে অমর্যাদাকর কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। যেমন- (This shows an Allah who bereft of foresight, with a fickle mind and incapable of assessing weakness of Mohammad and or his followers.This is of course a blasphemous characterization of any omniscient divinity. Neither in the Hebrew Bible nor in the New Testament are there such verses. The God of Israel is not shown to give one command one instant and then change it either immediately, shortly afterwards or much later because he did not realize that it was too

www.pathagar.com

onerous to be fulfilled by mere humans.) (W.W.W. in the name of Allah. Org).

অর্থঃ (কুরআনের নাছেখ মানছুখের বিষয়টি) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন একটি সত্তা যার দূরদর্শিতার অভাব আছে, যিনি অস্থিরচিত্ত এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা ও শক্তি বুঝতে অপারগ। এটি অবশ্যই সর্বজ্ঞ এক সত্তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারনা। হিব্রু বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টে এমন কোন আয়াত নেই। ইসরাইলের প্রভুর সম্বন্ধে এমনটি দেখা যায়নি যে তিনি একটি আদেশ দিয়েছেন তারপর সেটি সাথে সাথে, অল্পসময় পরে বা বেশকিছু সময় পরে পরিবর্তন করেছেন একারণে যে, তিনি বুঝতে পারেননি সেটি মানুষের পক্ষে পালন করা খুব কঠিন হবে।

♦♦ প্রকৃত সত্য হলো, সূরা আল-বাকারার ১০৬ নং আয়াতে পূর্বের কিতাবের আয়াত মানসুখ (রহিত) বা পরিবর্তন করার কথা আল্লাহ বলেছেন। পৃথিবীর সকল ব্যবহারিক গ্রন্থের নতুন সংস্করণে এরকমটি কয়েক বছর পরপরই করা হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে লেখা হবে। সে লেখার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ প্রমাণিত হবে যে, কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমানে চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

৪. কুরআনের কিছু আয়াতের বক্তব্য বা শিক্ষা মুসলিমদের জন্য নয়, অন্য জাতির লোকদের জন্য প্রযোজ্য কথাটি প্রচার করা হয়েছে

এ কথাটি প্রচার করার মাধ্যমেও কুরআনের বেশ কিছু আয়াত থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নাসেখ-মানসুখ বিষয়ক বক্তব্য যে কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে একই কারণে এ বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. 'কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সওয়াব এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ' তথ্যটি গায়েব করে দেয়া হয়েছে

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক সিদ্ধ এ তথ্যটি গায়েব করে দিয়ে মুসলমানদের কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখার সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাটি করা হয়েছে। এ তথ্যটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে যে সকল মুসলিম নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমলগুলো পালন করেন তাদের অনেকে-

- ❖ কুরআন পড়তে পারেন না
- ❖ যারা পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশের পড়া শুদ্ধ হয় না
- ❖ যাদের শুদ্ধ হয় তাদের অধিকাংশের কুরআনের জ্ঞান নেই

www.pathagar.com

❖ যাদের কুরআনের জ্ঞান আছে তাদের প্রায় সকলেই কুরআন নিয়ে কোন চিন্তা-গবেষণা করেন না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, **'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ'** এবং **'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ, না কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ'** নামক পুস্তিকা দু'টিতে।

৬. 'কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন' কথাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বিরুদ্ধ এ কথাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর এর মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জনে নিরুৎসাহিত করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে, **'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ'** নামক বইটিতে।

৭. 'জানার পর না মানা, না জানার কারণে না মানার চেয়ে বেশি গুনাহ' কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে

এ কথাটি চালু করে দিয়েও ইসলামের জ্ঞান অর্জনকে ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ কথার প্রভাবে মুসলমানদের কুরআন বা ইসলামী বই দিলে পড়তে চায় না। কারণ, তারা মনে করে জানার পর না মানলে আল্লাহ বেশি শাস্তি দিবেন। আর না জানার কারণে না মানলে আল্লাহ কম শাস্তি দিবেন। তাই ইসলামী বিষয় জানা বিপদ। মুসলিম জাতির মধ্যে অশিক্ষিত লোক বেশি হওয়ার ব্যাপারে এ কথাটিও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে এবং রাখছে। কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, জানার পর না মানার তুলনায়, না জানার কারণে না মানা ডবল গুনাহ। কারণ-

❖ যে জানে কিন্তু মানে না তার জানার ফরজটি আদায় হয়েছে কিন্তু মানার ফরজটি বাদ গেছে। তাই, তার একটি ফরজ বাদ যাওয়ার গুনাহ হবে। আর যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দু'টি ফরজ বাদ যাওয়ার গুনাহ হবে। না জানার জন্য একটি, আর না মানার জন্য অন্যটি।

❖ যে জানে, আজ না মানলেও কাল, পরশু বা যে কোন সময় তার মানার সুযোগ থাকে। কিন্তু যে জানে না সে কখনই মানতে পারবে না। আর তাই তাকে বড় বড় গুনাহ নিয়ে পরকালে হাজির হতে হবে।

www.pathagar.com

❖ 'জানার পর না মানা বেশি গুনাহ' কথাটি জ্ঞান অর্জনকে দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে। আর 'না জানার কারণে না মানা বেশি গুনাহ' কথাটি জ্ঞান অর্জনকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে।

৮. 'জানার চেয়ে মানার গুরুত্ব বেশি' কথাটি ছড়ানো হয়েছে

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বিরুদ্ধ এ কথাটি ছড়িয়ে দিয়েও ইসলামের জ্ঞান অর্জনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বর্তমানে কথাটি কেউ কেউ এভাবে বলছেন, জানার নাম ইসলাম নয়, মানার নাম ইসলাম।

৯. 'ওজুছাড়া কুরআন স্পর্শ করা গুনাহ' কথাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বিরুদ্ধ এ কথাটি চালু করে দিয়ে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময় ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ, জাগ্রত জীবনের বেশিরভাগ সময় মানুষের ওজু থাকে না। তাই, কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কথাটি প্রচারিত না হলে মানুষের পকেটে, ব্রিফকেসে ও ভ্যানিটি ব্যাগে কুরআন থাকতো। গাড়িতে, বাসে, ট্রেনে, অফিসে, পার্কে, ক্ষেতের আইলে বসে মানুষ কুরআন পড়তে পারতো। কিন্তু কথাটি তা হতে দেয়নি। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করার বিষয়ে সঠিক তথ্যটি হলো- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে এবং স্পর্শও করা যাবে। আর গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ কোনটিই করা যাবে না।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?' নামক বইটিতে।

১০.'অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী' কথাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বিরুদ্ধ এ কথাটি ছড়িয়ে দিয়ে পড়ার পরও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখার অভিনব ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবাক বিষয় হলো যারা কুরআন না বুঝে পড়েন তারা অন্যকোন গ্রন্থ, এমন কি গল্পের বইও না বুঝে পড়েন না। অথচ জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআনই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাই অন্যগ্রন্থ না বুঝে পড়লে যে ক্ষতি হতো কুরআন না বুঝে পড়ার জন্যে মুসলমানদের তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে।

www.pathagar.com

১১. কুরআনের তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা চালু করা হয়েছে কিন্তু তরজমা ও তাফসীর প্রতিযোগিতা চালু করা হয়নি

বিশ্বের অনেক জায়গায় কুরআনের তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা হয় কিন্তু তরজমা ও তাফসীর প্রতিযোগিতা কোথাও হয় না বললেই চলে। এটিও একটি ষড়যন্ত্র। কারণ, তরজমা ও তাফসীর প্রতিযোগিতা হলে মানুষ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাই প্রতিযোগিতা শুধু তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

সুন্নাহর (হাদীসের) জ্ঞানে ভুল ঢুকানোর জন্য গোয়েন্দারা যা করেছে

সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর জন্যে গোয়েন্দারা বিস্ময়কর যে কাজ করেছে বা কথা চালু করে দিয়েছে তা হলো-

১. প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রের 'হাদীস' এবং 'সহীহ হাদীস' শব্দ দু'টির প্রকৃত সংজ্ঞা, প্রায় সকল মুসলমানের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

বর্তমানে প্রায় সকল মুসলমান রাসূল (সঃ) এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীসের সংজ্ঞা হিসেবে জানেন। কিন্তু **প্রচলিত হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী হাদীসের সংজ্ঞা হলো**- রাসূল (সঃ) এর পরের চার স্তরের, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিদের, রাসূল (সঃ) এর কথা, কাজ ও সমর্থনের, (প্রায় সকল ক্ষেত্রে) নিজ বুঝের, স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করা রূপ। বুখারী শরীফে তিন স্তর বিশিষ্ট হাদীস আছে মাত্র ২২টি। বাকি সবই হলো চার স্তর বিশিষ্ট। অন্যদিকে অল্প শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে এমন কয়েকটি হাদীস বাদে সকল হাদীস হলো, বর্ণনাকারীর, রাসূল (সঃ) এর কথা, কাজ ও সমর্থনের, নিজ বুঝের, স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করা রূপ। **আর প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলা হয়েছে**- সনদ (বর্ণনাধারা) ত্রুটিমুক্ত হাদীসকে। অথচ প্রায় সকল মুসলিম, সহীহ হাদীস বলতে বুঝেন মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল হাদীস বা সনদ ও মতন উভয়টি নির্ভুল হওয়া হাদীস। মুসলিমগণ যেন বিষয়টি বুঝতে ভুল না করেন সেজন্য মনীষীগণ সহীহ হাদীসকে মুতাওয়াতির (প্রতিস্তরে বর্ণনাকারী অনেক), মশহুর (কোন স্তরে বর্ণনাকারী তিনজন), আজীজ (কোন স্তরে বর্ণনাকারী দু'জন) ও গরীব (কোন স্তরে বর্ণনাকারী একজন) এ চারভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। আর এর মাধ্যমে তাঁরা যে তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো-মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের মতন ১০০% নির্ভুল। মশহুর সহীহ হাদীসের মতন নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির হাদীসের চেয়ে কম। আজীজ সহীহ হাদীসের মতন নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা

www.pathagar.com

মশহুরের চেয়ে কম। গরীব সহীহ হাদীসের মতন নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আজীজের চেয়ে কম। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, **'প্রচলিত হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কী?'** শিরনামের বইটিতে।

২. জাল হাদীস বানানো এবং মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দেয়া

প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রের 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞা দুর্বলতার সুযোগ গ্রহন করে গোয়েন্দারা বা গোয়েন্দাদের দ্বারা প্রভাবিত লোকেরা লক্ষ লক্ষ হাদীস সনদসহ বানিয়ে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দেয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস বাছাই করে মাত্র ২৫০০-২৭০০ হাদীস, তাঁর মতে সহীহ পেয়েছিলেন। এখান থেকে বুঝা যায় হাদীসের জ্ঞানে ভুল ঢুকানোর জন্যে কী ব্যাপক কাজ করা হয়েছিল। ঐ হাদীসের অধিকাংশ বাদ দেয়া সম্ভব হলেও এখনও ঐ বানানো হাদীসের মাধ্যমে ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করা হচ্ছে।

৩. সত্য বা নির্ভুল হাদীস বাছাই করার জন্যে সনদের মাধ্যমে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করানো হয়

সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য থেকে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্য সনদের মাধ্যমে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে মুসলমানদের গ্রহণ করানো হয়। এর ফলে যে দুটি মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে তা হলো-

ক. বাছাই করা অধিকাংশ হাদীসের সত্য হওয়া অনিশ্চিত থেকে গেছে

সহীহ হাদীসের মধ্যে শুধুমাত্র মুতাওয়াতির সহীহ হাদীস ইলমে ইয়াকীন দেয়। অর্থাৎ এ ধরনের হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল ধরা যায়। কিন্তু বাকি তিন ধরনের সহীহ হাদীস ইলমে ইয়াকীন দেয় না। অর্থাৎ এ ধরনের হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া নিশ্চিত নয়। আর মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। হাদীস ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় মূল উৎস। আর এই হাদীস না হলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। ভেবে দেখুন যে জিনিসটি এতো গুরুত্বপূর্ণ তা বাছাই করার জন্য এমন পদ্ধতিকে চূড়ান্ত করা হলো যার মাধ্যমে বাছাই করা অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য বিষয় সত্য হওয়া নিশ্চিত নয়। এটি আমাদের বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পারেননি এটি বললে গুনাহ হবে বলে আমার মনে হয়। এটি এক বিরাট ষড়যন্ত্রের ফল।

www.pathagar.com

খ. এ পদ্ধতিটি চূড়ান্ত হওয়ায় অনেক সত্য হাদীস বাদ পড়ে গেছে

এর কারণ হলো, ঐ পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তিকে দেখা হয়েছে। বক্তব্য বিষয়কে দেখা হয়নি। তাই ব্যক্তির সামান্য দুর্বলতার জন্য তার বর্ণনা করা সত্য হাদীস বাদ পড়ে গেছে। যেমন, ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস সংগ্রহ করতে এক রাবীর কাছে যেয়ে দেখলেন তিনি খালি পাত্র দেখিয়ে ঘোড়াকে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকছেন। এটি দেখে লোকটি সত্যবাদী নয় বিধায় ইমাম বুখারী (রহঃ) তার হাদীস গ্রহণ না করে ফিরে আসেন। কিন্তু বাস্তবে হয়তো ঐ ব্যক্তির জানা থাকা হাদীসখানি নির্ভুল ছিল। আর এ পদ্ধতির কারণে অসংখ্য সত্য হাদীস বাদ পড়ে যাওয়ার প্রমাণ হলো বর্তমান হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীসের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার হওয়া। রাসূল (সঃ) এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি জীবনের সকল বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি, স্বামী, বাবা, জামাই, শ্বশুর, নানা ইত্যাদি সবই ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর সকল কথা, কাজ ও সমর্থন, এমনকি তাঁর ঘুমানো এবং পায়খানা সম্পর্কিত নিয়মও হাদীস। সহজেই বুঝা যায় যে, এ ধরনের একজন ব্যক্তি, ২৩ বছরের জীবনে যতো কথা, কাজ ও সমর্থন করেছেন তার সংখ্যা কোটির হিসেবে হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে, বর্তমানে, সহীহ হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। এ তথ্য নিশ্চিভাবে প্রমাণ করে যে বর্তমান হাদীস শাস্ত্রে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্য সনদের ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র ও চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রাসূল (সঃ) এর অসংখ্য হাদীস সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে।

বর্তমান যুগের বিশেষজ্ঞদের ঐ বাদ দেয়া হাদীস থেকে বাছাই করে নির্ভুল হাদীসগুলো বের করে আনতে হবে। কুরআন অবিকৃত থাকার কারণে এ কাজটি কঠিন হবে না। এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, পূর্বোল্লিখিত বইটিতে।

৪. যে হাদীসের নির্ভুল বা সত্য হওয়া নিশ্চিত নয় তারও নাম দেয়া হয়েছে 'নির্ভুল বা সত্য হাদীস' (সহীহ হাদীস)

আরবী 'সহীহ' শব্দটির অর্থ হলো নির্ভুল বা সত্য। তাই, সাধারণ মুসলিম, এমনকি অনেক মাদ্রাসায় পড়া ব্যক্তিও সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝেন। প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে বুঝানো হয়েছে সনদ (বর্ণনাধারা) ত্রুটি মুক্ত হাদীস। এই ভুল নামের জন্য মানুষ যে প্রতারিত হবে এটি বুঝা মোটেই কঠিন নয়। আমাদের বিশেষজ্ঞগণ এটি বুঝতে পারেননি এটা আমি

www.pathagar.com

বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ নামটি গ্রহণ করানো হয়েছে। বর্তমান যুগের বিশেষজ্ঞদের এ নামটি পরিবর্তনের ব্যাপারেও চিন্তা করতে হবে।

৫. বাজারের হাদীস বইয়ে হাদীসের উপস্থাপন পদ্ধতি

বাজারের সাধারণ হাদীস বইয়ে এমন উপস্থাপন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যাতে পাঠক ভুল হাদীসকেও নির্ভুল বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। যেমন-

চালু উপস্থাপন পদ্ধতিঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন ... ...

... .

(বুখারী)

একজন সাধারণ পাঠক এ উপস্থাপন পদ্ধতি থেকে ধরে নেয় যে, হাদীসখানির বক্তব্য সরাসরি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর। তাই সে এটিকে নির্ভুল বা সত্য বলে ধরে নিতে বাধ্য হয়। কারণ, আবু হুরায়রা (রাঃ) ভুল বা মিথ্যা বলবেন এটিতো কল্পনা করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটিতো তা নয়। কারণ, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সঙ্গে দেখা হয়নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসখানি নিয়েছেন, রাসূল (সঃ) এর এন্তেকালের প্রায় ২৫০ বৎসর পরে, বর্ণনাধারার ৫ম, ৬ষ্ঠ বা ৭ম ব্যক্তি, তাবে-তাবেয়ী বা তাবে-তাবে-তাবেয়ী ? আব্দুর রহমান নামের এক ব্যক্তির নিকট থেকে। এ তথ্যটি একজন সাধারণ পাঠক বুঝতে পারলে যে হাদীসখানির বক্তব্য সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত সেটি গ্রহণ করার আগে সে হয়তো একটু ভাবতে বা যাচাই করতে চেষ্টা করতো। আর এর ফলে অনেক জাল হাদীস ধরা পড়ে যেতো। তাই, সাধারণ হাদীস বইয়ের উপস্থাপন পদ্ধতি নিম্নরূপ হলে জাতির কল্যাণ হতো-

> আবু হুরায়রা (রাঃ) (বর্ণনাধারার ৫ম, ৬ষ্ঠ বা ৭ম ব্যক্তি, তাবেতাবেয়ী বা তাবে-তাবেতাবেয়ী) ? আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, ...
> ... ...
> ... ... (বুখারী)
>
> কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এটিতে কাগজ ও কালি অধিক খরচ হবে। এর জবাব হলো, এ পদ্ধতিতে কাগজ ও কালি অধিক লাগার কারণে সম্পদের কিছু ক্ষতি হবে সত্য কিন্তু একটি ভুল হাদীস সমাজে ছড়িয়ে পড়লে তার যে ক্ষতি হবে সে তুলনায় ঐ ক্ষতি কিছুই না।

www.pathagar.com

কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য গোয়েন্দারা যা করেছে

১. হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করার নীতিমালা চালু করা হয়েছে

হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে কিনা এ কথা একশত জন সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে সবাই একবাক্যে বলবেন, কখনই পারে না। কিন্তু মাদ্রাসার সিলেবাসের বইয়ে লিখা আছে এটি হতে পারে এবং অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এটি বিশ্বাস করেন।

একটি তথ্য আর একটি তথ্যকে তখনই রহিত করতে পারে যদি তা অধিক শক্তিশালী হয়। তাই, হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে তথ্যটির মাধ্যমে, অন্তত কিছু ক্ষেত্রে হাদীস কুরআনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ ধারণা দিতে চাওয়া হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের তথ্য হলো-

১. একটি তথ্য আর একটি তথ্যকে রহিত করার প্রশ্ন আসে যখন তথ্য দু'টি পরস্পরের বিপরীত হয়। সূরা হাক্কার ৪৪-৪৭ আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন রাসূল (সঃ) কুরআনের কোন বিপরীত কথা বললে আল্লাহ তাঁর ঘাড় টেনে ছিড়ে ফেলতেন।

২. সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত সকল কথা অসত্য বা মিথ্যা। তাই কুরআনের বিপরীত কথা রাসূল (সঃ) এর কথা হতে পারে না।

৩. তিরিমিযি শরীফে উল্লিখিত আলী (রাঃ) এর বর্ণনা করা একটি হাদীসেও রাসূল (সঃ), কুরআনকে সত্য অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪. ইমাম শাফী (রহঃ) হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে এটি মানেন না। আর এর দলিল হিসেবে তিনি রাসূল (সঃ) এর একটি হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। সে হাদীসখানির বক্তব্য হলো- রাসূল (সঃ) এর নামে কোন হাদীস বলা হলে তা কুরআনের সাথে মিলাতে হবে। যদি তা কুরআনের সাথে সঙ্গতিশীল হয় তবে তা গ্রহণ করতে হবে। আর তা না হলে সেটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। (নুরুল আনোয়ার, প্রথম মুদ্রণ,পৃষ্ঠা নং ৩০৩)। ইমাম শাফী (রহঃ) এ হাদীসের আলোকে বিশ্বাস করতেন, যে কথা কুরআনের বিপরীত সেটি হাদীসই নয়। তাই তা দ্বারা কুরআনকে রহিত করার প্রশ্ন আসে না।

www.pathagar.com

এ সব তথ্যের আলোকে সহজেই বলা যায় হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে না। তাই, হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে এটি ইসলামের সত্যিকার কোন বিশেষজ্ঞ বলতে পারেন না। ইসলামের শত্রু গোয়েন্দারা বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরাই শুধু এ ধরনের তথ্য তৈরি ও প্রচার করতে পারে।

২. আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মূলনীতিতে কুরআন বাদ দিয়ে শুধু হাদীসকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে

পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান এখন 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত' এর অন্তর্ভুক্ত। এই 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত' এর মূলনীতি, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, তার লিখা আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ (প্রকাশক মুহাম্মদ বিন আমিন), বইয়ের ২৩৭ নং পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখ করেছেন- 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামা'য়াত। অর্থাৎ আকীদার বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতি হলো -

- হুবহু সুন্নাতের (সহীহ হাদীসের) অনুসরণ করা,
- সুন্নাতের (সহীহ হাদীসের) অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা,
- আল-জামা'য়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীগণের অনুসরণ করা ও
- উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

এ তথ্য থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নামটি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন নাম শুনেই মানুষ বুঝতে পারে এর মূলনীতি কি? নামটি বলে দিচ্ছে ঐ মূলনীতি সুন্নাহ, কুরআন নয়। কেউ কেউ বলেন সুন্নাহ থাকলে কুরআন এসে যায়, তাই এতে কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের বক্তব্য হলো, কুরআন থাকলেতো সুন্নাহ অবশ্যই এসে যায়; কারণ, কুরআনে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, 'রাসূল যা তোমাদের দিয়েছে তা গ্রহণ কর। আর যা তোমাদের বর্জন করতে বলেছে তা বর্জন কর' (হাশর : ৭)। সুধী পাঠক আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার ন্যায় আপনারাও বলবেন ইসলামের মুত্তাকী বিশেষজ্ঞগণ এটি করতে পারেন না। গোয়েন্দারা বিশেষজ্ঞ সেজে মুত্তাকী বিশেষজ্ঞগণকে ফাঁকি দিয়ে বা প্রভাবিত করে এটি করেছে।

বিষয়টি জানার পর আমি খুঁজতে থাকি কোন তথ্যের সমর্থনের ভিত্তিতে এটি করা হয়েছে। আমরা জানি ভুল তথ্য বানানোর জন্য ইসলামের শত্রুরা সনদসহ জাল হাদীস তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই আমার মনে হচ্ছিল নিশ্চয়

www.pathagar.com

একটি হাদীস বা কোন খ্যাতিমান ব্যক্তির নামে এমন একটি কথা তৈরি করা হয়েছে যা মূলনীতি থেকে কুরআন বাদ দেয়াকে সমর্থন করে। খুঁজতে খুঁজতে আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ বইয়ের ২১৭ নং পৃষ্ঠায় সে কথাটি পেয়ে গেলাম। কথাটি ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আস-সূয়ূতী, মিফতাহুলজান্নাত গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় থাকা তথ্যের আলোকে লিখেছেন। বক্তব্যটি হচ্ছে- 'আলী (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে খারিজীদের বুঝানোর জন্য পাঠান তখন বলেন-

اِذْهَبْ اِلَيْهِمْ فَخَاصِمْهُمْ وَلاَ تُحَجَّهُمْ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّهُ ذُوْ وُجُوْهٍ وَلٰكِنْ بِالسُّنَّةِ ...

... .قَالَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِنَ فَاَنَا اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْهُمْ فِيْ بُيُوْتِنَا نُزِلَ قَالَ صَدَقْتَ وَلٰكِنَّ الْقُرْاٰنَ حَمَّالٌ ذُوْ وُجُوْهٍ نَقُوْلُ وَيَقُوْلُوْنَ وَلٰكِنْ حَاجِّهِمْ بِالسُّنَنِ فَاِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَحِيْصًا

অর্থঃ তুমি যাও এবং তাদের সাথে আলোচনা কর। তাদের সাথে কুরআন নয়, সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করবে। কারণ, কুরআন বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ... ... ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে আমিরুল মু'মিনিন ! কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমাদের বেশি। আমাদের বাড়িতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আলী (রাঃ) বলেন, তুমি সত্য বলেছো। তবে কুরআন বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। আমরা কুরআনের কথা বলবো তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করলে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

সুধী পাঠক, এ কথাটি কি আলী (রাঃ) এর কথা হতে পারে? আমার বিশ্বাস আপনি বলবেন কখনই হতে পারে না। আর এটি আলী (রাঃ) এর কথা না হওয়ার প্রমাণ হলো-

প্রমাণ-১

وَعَنْ عَلِيٍّ(رض)قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ(ص)يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ . قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ . قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَاكَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَابَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ . هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ . مَنْ تَرَكَهُ مِنْ

www.pathagar.com

جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ . وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدى مِن غَيْرِه اَضَلَّهُ اللهُ . وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ . هُوَ الَّذِىْ لاَ تَزِغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ . وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ . وَلاَ يَخْلَقُ عَلى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ . هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ . فَاٰمَنَّا بِه . مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِه عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি- সাবধান থেকো, অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়াত ভিন্ন অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, যিকরুল হাকিম এবং সরল সঠিক পথ। কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পড়ে না। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয় না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয় না। তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনলো সাথে সাথে বললো- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সঃ) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন-

- ❖ কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী
- ❖ যে কুরআনের হিদায়াত ভিন্ন অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন
- ❖ কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পড়ে না।

www.pathagar.com

প্রমাণ-২

খেলাফত কালে ওমর (রাঃ) নিজে হাদীস সংকলন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সকল সাহাবীই তাতে সম্মতি দেন। অতঃপর মনে দ্বিধা হওয়ায় ১ মাস চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তেখারা করার পর সাহাবায়ে কিরামগণকে বলেন-

اِنِّیْ کُنْتُ ذَکَرْتُ لَکُمْ مِنْ کِتَابَتِ السُّنَنِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ . ثُمَّ تَذَکَّرْتُ فَاِذَا اُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ قَبْلَکُمْ قَدْ کَتَبُوْا مَعَ کِتَابِ اللّٰهِ کُتُبًا فَاَکَبُّوْا عَلَیْهَا وَتَرَکُوْا کِتَابَ اللّٰهِ وَاِنِّیْ وَاللّٰهِ لَا اُلْبِسُ کِتَابَ اللّٰهِ بِشَیْئٍ .فَتَرَكَ کِتَابَ السُّنَنْ.

অর্থঃ তোমরা জান আমি তোমাদের হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবরা নবীর কথা সংকলিত করে কিতাব রচনা করেছিল এবং আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করেছিল। আল্লাহর কসম আমি আল্লাহর কিতাবকে কোন কিছু দিয়ে ঢাকতে দিব না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলন করার সংকল্প ত্যাগ করেন।

(مقدمه تَنوير الحوالك موطا امام مالك , تَقِيدُ العلم , جامع بيان العلم ,طبقات ابن سعد , كنز العمال ,العلى متفى الهند)

ব্যাখ্যাঃ আলী (রাঃ) অবশ্যই ওমর (রাঃ) এর ডাকা পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ আলী (রাঃ), কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে ওমর (রাঃ) এর এ মনোভাব জানতেন।

♠♠ সুধী পাঠক, আপনার কি মনে হয়, যে আলী (রাঃ) উল্লিখিত হাদীসখানি ও ওমর (রাঃ) এর বক্তব্যটি জানতেন, তিনি খারিজীদের বুঝানোর জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে পাঠানোর সময় ওপরের বক্তব্য বলতে পারেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সবাই বলবেন অবশ্যই পারেন না। তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় উল্লিখিত বক্তব্যটি তৈরি করে গোয়েন্দারা আলী (রাঃ) এর নামে চালিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া বা নেয়ার অবস্থানে যে মহান ব্যক্তিগণ আছেন তাঁদের সকলের নিকট আমার আকুল আবেদন, 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' এর নামের মধ্যে কুরআনকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে এর নাম রাখুন, 'আহলুল কুরআন সুন্নাত ওয়াল জামায়াত''।

www.pathagar.com

৩. কুরআন না বুঝে পড়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে তা করা হয়নি

অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কথাটি চালু করা হয়েছে কিন্তু অর্থছাড়া হাদীস পড়লে নেকী হয় এমন কথা চালু করা হয়নি। আর তাই পৃথিবীর অগণিত মানুষ কুরআন অর্থছাড়া বা না বুঝে পড়েন কিন্তু পৃথিবীর কেউ হাদীস অর্থছাড়া বা না বুঝে পড়েন না। অথচ যুক্তি অনুযায়ী অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হলে অর্থছাড়া হাদীস পড়লে প্রতি অক্ষরে ৫ নেকী বা কিছু নেকী অবশ্যই হবে।

তাই বুঝা যায়, এ বানানো তথ্যটির মাধ্যেমে গোয়েন্দারা বুঝাতে চেয়েছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এজন্য কুরআন না বুঝে পড়লে চলবে। কিন্তু হাদীসের জ্ঞান অর্জন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই হাদীস বুঝে পড়তে হবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, **'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?'** নামক বইটিতে।

'কুরআনের চেয়ে হাদীস বেশি গুরুত্বপূর্ণ' কথাটি বর্তমান মুসলিম জাতির মেনে নেয়ার প্রমাণ

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা গোয়েন্দাদের প্রচারিত তথ্যে প্রভাবিত হয়ে, কুরআনের চেয়ে হাদীস বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথাটি যে মেনে নিয়েছেন তার প্রমাণ হলো-

১. মাদ্রাসায় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান জাকজমক সহকারে পালন করা হয় কিন্তু খতমে তাফসীরের কোন অনুষ্ঠান হয় না।
২. মাদ্রাসায় হাদীসের শিক্ষকের মর্যাদা তাফসীরের শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি।
৩. কওমী মাদ্রাসায় দাওরায় হাদীস ডিগ্রী আছে কিন্তু দাওরায় কুরআন ডিগ্রী নেই।
৪. শায়খুল হাদীস অনেক আছে কিন্তু শায়খুল কুরআন বা তাফসীর নেই বললেই চলে।
৫. হাদীসের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তাফসীরের ক্লাসের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া।
৬. কুরআনের চেয়ে হাদীসে অনেক বেশি শিক্ষার্থীর উচ্চতর পড়াশুনা করা।
৭. বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত (ইংরেজী ২০১০ সাল) অধিকাংশ কামিল মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগ থাকা এবং তাফসীর বিভাগ না থাকা।

www.pathagar.com

৮. অধিকাংশ মাদ্রাসায় পড়া ব্যক্তিগণ বক্তব্য উপস্থাপনের সময় হাদীসের তথ্য কুরআনের তথ্যের পূর্বে বলেন বা হাদীসের তথ্য কুরআনের তথ্যের চেয়ে বেশি বলেন।

৯. সহীহ হাদীসের বক্তব্যকে ঠিক রাখার জন্য কুরআনের কিছু বক্তব্যকে উল্টানো হয়েছে।

যে অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা হয়েছে

চলুন এখন জানা যাক সে অভিনব পদ্ধতিগুলো যার মাধ্যমে গোয়েন্দারা ভুল তথ্য তৈরি করেছে-

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন নয় হাদীসকে তথ্যের মূল দলিল হিসেবে নেয়া হয়েছে।

২. অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পূরক সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও কুরআন ও বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ সহীহ হাদীসকে দলিল ধরা হয়েছে। অতঃপর কুরআন ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পূরক হাদীসের বক্তব্যকে অভিনবভাবে ব্যাখ্যা করে তার সাথে মিলানো হয়েছে। মু'মিনের দোযখে থাকার মেয়াদ, শাফায়াত ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এটি করা হয়েছে।

৩. কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখাকে দলিল ধরে ভুল তথ্য তৈরি করা হয়েছে। এবং কুরআন ও শক্তিশালী সহীহ হাদীসের ঐ বিষয়ের সরল বক্তব্যকে আমলেই আনা হয়নি বা অভিনবভাবে ব্যাখ্যা করে তার সাথে মিলানো হয়েছে। অর্থছাড়া কুরআন পড়ায় দশ নেকী হওয়া- এ ধরনের একটি বিষয়।

৪. কিছু ক্ষেত্রে তথ্য তৈরি করা হয়েছে কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা থেকে যা অন্য আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার বিপরীত। এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে আছে ওজুছাড়া কুরআন স্পর্শ করা, শিরক সব চেয়ে বড় গুনাহ, তাকদীর, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় ইত্যাদি।

৫. প্রতিক্ষেত্রে-

- ❖ কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই
- ❖ একই বিষয়ের সকল আয়াত ও হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে এবং
- ❖ কুরআনের বিরুদ্ধ কথা রাসূল (সঃ) এর কথা হতে পারে না

ইসলামী বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এ তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি, দুটি বা সবকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যেভাবে ভুল তথ্যগুলো ফিকাহ শাস্ত্র এবং মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

তথ্য-১

- ❖ প্রথমে ভুল তথ্যগুলোকে ফিকাহ শাস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ❖ তারপর ফিকাহ শাস্ত্রকে মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে, সঠিক তথ্যের সাথে ঐ ভুল তথ্যগুলোর ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য-২

'ইফতাহ' নামক উচ্চতর (Post-graduate) শ্রেণীতে শুধু ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ থাকা বিভিন্ন সমস্যা এবং সে বিষয়ে ফিকাহবিদগণের সিদ্ধান্ত মুখস্ত করানো হয়। কুরআন ও হাদীসের কোন কোন তথ্যের মাধ্যমে ঐ সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে তা শিখানো হয় না বা সামান্যই শিখানো হয়। ফতোয়ার বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারী ব্যক্তিগণকে 'মুফতি' বলা হয়।

তথ্য-৩

সংখ্যা বাড়িয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য মুফতিগণের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। এ পদ্ধতির সফলতার প্রমান- বর্তমান মুসলিম সমাজে মুফাস্সির (কুরআনের বিশেষজ্ঞ) বা মুহাদ্দিসগণের (হাদীসের বিশেষজ্ঞ) চেয়ে মুফতিগণের সংখ্যা ও সামাজিক মর্যাদা বেশি

বর্তমান ফিকাহশাস্ত্রে উপস্থিত থাকা তথ্য সমূহের নির্ভুলতা

বর্তমান ফিকাহশাস্ত্রে যে সকল তথ্য আছে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর অবস্থান হলো-

- ❖ অনেক তথ্য নির্ভুল,
- ❖ কিছু তথ্য, সভ্যতার জ্ঞানে দুর্বলতা থাকার কারণে মনীষীগণের কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যখ্যা না করতে পারার কারণে ভুল হয়েছে,
- ❖ কিছু তথ্য গোয়েন্দাদের ঢুকিয়ে দেয়া ভুল তথ্য।

যেভাবে কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়ে ফিকাহ শাস্ত্র থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়েছে

ফিকাহ শাস্ত্রে ভুল ঢুকানোর পর, কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি ইসলাম জানার পরিবর্তে ফিকাহ শাস্ত্র হতে ইসলাম জানতে মুসলমানদের উৎসাহিত করার জন্য

www.pathagar.com

গোয়েন্দারা বিভিন্ন কথা বানিয়েছে এবং মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলোর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। যেমন-

তথ্য-১

... ... 'কুরআন ও সুন্নাহ হইতে আইন-কানুন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করা বহু সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। ... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা অবস্থায়) কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহ শাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিকহ শাস্ত্রকেই বুঝান হয়ে থাকে। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ; পৃষ্ঠা-১০; এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তথ্য-২

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল (রহঃ) কে বলেন- আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম কর এবং ইলমে ফিকহ বেশি অর্জন কর। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ; পৃষ্ঠা-১১, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তথ্য-৩

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে তাবেয়ীদের যুগের শেষ দিকে সত্যের পুজারী আলেম সমপ্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন যা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ; পৃষ্ঠা-১০ এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৫। কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

www.pathagar.com

তথ্যটির পর্যালোচনা: সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম শুধুমাত্র আল-কুরআন। তাই, এ তথ্যের মাধ্যমে মানব রচিত ফিকাহ শাস্ত্রকে আল-কুরআনের সমতুল্য করা হয়েছে। এবং ফিকাহ জানা থাকলে কুরআন না জানলেও ইসলাম মানায় কোন অসুবিধা হবে না কথাটি প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য-৪

মাযহাবের ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের কোন স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করে কি মাসয়ালা বা কি আইন রচনা করেছেন তা সম্যকরূপে অবগত না হয়ে আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হতে মাসয়ালা বের করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হবে না। অতএব ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কোরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য, সপ্তম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯)

আজ (০২. ০২. ১০ ইং) থেকে ৩-৪ বছর আগে সৌদি আরব থেকে ফিকাহ শাস্ত্রে পি. এইচ. ডি. করে আসা এক ব্যক্তির সাথে আমাদের গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি আমাকে হুবহু এ কথাটি বলেন।

তথ্যটির পর্যালোচনা: ডাক্তারী বিদ্যার একটি শিক্ষা প্রথমে জেনে নিলে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে। ডাক্তারী বিদ্যার প্রত্যেককে এটি শিখানো এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয় যে, একটি রোগী দেখার সময় পূর্বে অন্য ডাক্তার বা ডাক্তারগণ কি রোগনির্ণয় (Diagnosis) করেছে তা দেখা যাবে না। কারণ এটি করলে পূর্বের ডাক্তারদের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং তারা কোন ভুল করে থাকলে সেও সেই ভুল করবে। প্রত্যেককে রোগী পরীক্ষা করে, নিজ জ্ঞানের আলোকে প্রথমে রোগনির্ণয় করতে হবে। তারপর অন্যের সিদ্ধান্তের সাথে তা পর্যালোচনা করতে হবে। যদি তাদের রোগনির্ণয় বেশি তথ্য ভিত্তিক হয়ে থাকে তবে সেটি গ্রহণ করতে হবে। আর যদি নিজ রোগনির্ণয় বেশি তথ্য ভিত্তিক হয় তবে সেটিই গ্রহণযোগ্য হবে। তাহলে দেখা যায় যে, ইসলামের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে ফিকাহ শাস্ত্রের উল্লিখিত পদ্ধতিটি, ডাক্তারী বিদ্যার বাস্তব পদ্ধতির বিপরীত। ফিকাহ শাস্ত্রের বহুল প্রচারিত এ বক্তব্যের মাধ্যমে যে সকল ক্ষতি হয়েছে তা হলো-

- ফিকাহ শাস্ত্র অনেক ব্যাপক। তাই ফিকাহের সকল বই পড়ে শেষ করা প্রায় অসম্ভব। এ তথ্যটি সত্য বলে মেনে নেয়ার কারণে,

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীস নিয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার সাহস কেউ পায় না বা খুব কম ব্যক্তিই পায়।

- সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের দু'একজন মনীষীর করা অনিচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্ত এবং গোয়েন্দাদের ঢুকিয়ে দেয়া ভুল সিদ্ধান্ত সমূহের বিপরীতে সঠিক তথ্য বুঝতে পারার পর সেটি বলা বা লিখার সাহস কেউ পায় না বা খুব কম ব্যক্তিই পায়।
- বর্তমান ফিকাহ শাস্ত্রে থাকা ভুল তথ্যগুলো শত শত বছর থেকে চালু থাকতে পেরেছে এবং পারছে।

ভুল তথ্যগুলোর সংস্কারের পথ গোয়েন্দারা যেভাবে বন্ধ করেছে

প্রথমে 'ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ (Edition) করা নিষিদ্ধ'- তথ্যটি তৈরি করা হয়েছে। তারপর মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে এবং অন্যভাবে কথাটির ব্যাপক প্রচার এবং গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন-

তথ্য-১

'পূর্বে ইজমা হয়ে আছে তাই এ বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না'- কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। তথ্যটির মাধ্যমে প্রচার করা হয় যে, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বের মনীষীগণের সামষ্টিক সিদ্ধান্ত ফিকাহ শাস্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তাই এখন গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তের কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাবে না।

তথ্য-২

মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে এমন তথ্য লিখে রাখা হয়েছে যার মাধ্যমে ছাত্ররা জানতে পারে 'ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ করা নিষিদ্ধ'। যেমন-

তথ্য-ক

'ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ হল ৪টি। কুরআন, সুন্নাহ, (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের) ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত অবধি ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে যে যতই সুন্দর সুষ্ঠ সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোন মূল্য নেই।(পেশ কালাম, 'উসূলুশ শাশী', প্রকাশক, আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল- ০৯.১১.২০০৪, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

www.pathagar.com

তথ্য-খ

'১ম ও ২য় যুগের (হিজরী ৭ম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়) মুজতাহিদগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় করা ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না'।(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫০)

তথ্য-গ

'৭ম স্তরের (হিজরী ৭ম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ের পরের) আলেমগণের কোন মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভাল-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ফতোয়া দেয়া তাদের জন্যে জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন'।(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২)

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে হিজরী ৭ম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ের পরের আলিমগণের কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার যোগ্যতা নেই। তাই তাদের কাজ হবে পূর্বের মনীষীগণ কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন সেগুলোকে শুধু ইতিহাসের তথ্য মুখস্ত করার ন্যায় মুখস্ত এবং প্রচার করা।

তথ্য-ঘ

জুমআর খুৎবায়, সুচতুরভাবে, 'ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা যাবে না' বক্তব্য ধারণকারী তথ্যের স্থান করে দেয়ার মাধ্যমে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের তথ্যটি প্রতি সপ্তাহে একবার মনে করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুমআর খুৎবায় উল্লেখ থাকা তথ্যটি হলো-

... ... خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

অর্থঃ ... ... যুগের মধ্যে, আমার যুগের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি উত্তম, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের ... . (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ এটি হলো একটি হাদীসের অংশ। হাদীসখানির এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা তথ্য-

www.pathagar.com

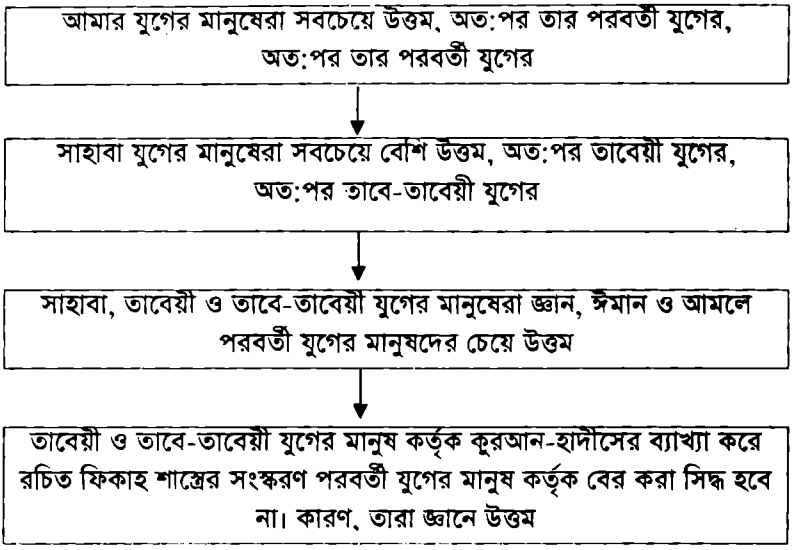

আমার যুগের মানুষেরা সবচেয়ে উত্তম, অত:পর তার পরবর্তী যুগের, অত:পর তার পরবর্তী যুগের

↓

সাহাবা যুগের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি উত্তম, অত:পর তাবেয়ী যুগের, অত:পর তাবে-তাবেয়ী যুগের

↓

সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষেরা জ্ঞান, ঈমান ও আমলে পরবর্তী যুগের মানুষদের চেয়ে উত্তম

↓

তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষ কর্তৃক কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ পরবর্তী যুগের মানুষ কর্তৃক বের করা সিদ্ধ হবে না। কারণ, তারা জ্ঞানে উত্তম

তাহলে এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে যে, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ পরবর্তী যুগের মানুষ কর্তৃক বের করা ইসলাম সিদ্ধ হবে না। কারণ, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষগণ পরবর্তী যুগের মানুষের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিল।

এবার চলুন আমরা অন্য একটি হাদীসের অংশবিশেষ দেখি-

... ...فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .

অর্থঃ... ... ... অতঃপর বললেন, উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আসল শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হবে।

(বুখারী,মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এ হচ্ছে বিদায় হজ্জের হাদীসের একটি অংশ। এটি একটি মুতাওয়াতির হাদীস। কারণ, এক লাখেরও বেশি সাহাবী এ হাদীসখানি সরাসরি রাসূল (সঃ) এর মুখ থেকে শুনেছিলেন। চলুন দেখা যাক হাদীসের এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা থেকে কি তথ্য পাওয়া যায়-

www.pathagar.com

... ... অত:পর বললেন, উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আসল শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হবে

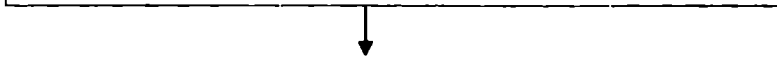

... ... অত:পর বললেন, উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে, পরের যুগের মানুষের মধ্যে অনেকে আমার তথা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হবে

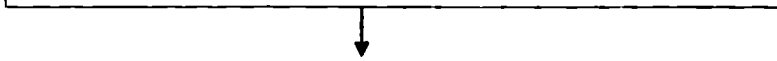

তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষ কর্তৃক, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ, পরবর্তীদের বের করতে হবে

তাহলে, এ হাদীসাংশটুকুর ব্যাখ্যা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো- তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষ কর্তৃক, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ, পরবর্তীদের বের করতে হবে। কারণ, পরবর্তী যুগের মানুষেরা তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষগণের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হবে। আর তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষদের চেয়ে বর্তমান যুগের মানুষের জ্ঞান, বহু বিষয়ে অনেক বেশি, এটি একটি বাস্তব এবং প্রায় সকল মানুষের জানা সত্য।

অন্যদিকে যে হাদীসের অংশ জুমআর খুৎবায় উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পূর্ণ হাদিসখানা হলো-

عَنْ عِمرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ (رض)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص)خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ . قَالَ عِمْرَانَ لَا اَدْرِى اَذْكَرَ النَّبِىُّ(ص)بَعْدَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً . قَالَ النَّبِىُّ(ص)اِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

অর্থঃ এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যুগের মধ্যে, আমার যুগের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি উত্তম, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের মানুষেরা, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এমরান বলেন, আমি বলতে

www.pathagar.com

পারছি না যে, রাসূল (সঃ) তার পরবর্তী দুই না তিন যুগের কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের পরবর্তী যুগে এমন এমন জাতি আসবে যারা খিয়ানাত করবে, তাদের বিশ্বাস করা হবে না, তারা সাক্ষ্য দেবে কিন্তু তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না, তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না এবং তাদের মধ্যে ... ... প্রকাশ পাবে। (বুখারীঃ হাদীস নং ৮৪৯৫)

ব্যাখ্যাঃ পুরো হাদীসখানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাসূল (সঃ) পরের যুগের মানুষেরা নৈতিকতায় দুর্বল হবে কথাটি এখানে বলেছেন। পরবর্তী যুগের মানুষেরা জ্ঞানে কেমন থাকবে তা এখানে বলা হয়নি। আর এ জন্যে সুচতুরভাবে খুৎবায় সম্পূর্ণ হাদীসখানি উল্লেখ না করে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে।

উসুলে হাদীস হলো কোন বিষয়ে একটি হাদীস থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া চলবে না। ঐ বিষয়ের অন্য হাদীস ও কুরআনের তথ্য পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। বিদায় হজ্জের হাদীসখানিতে রাসূল (সঃ) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরের যুগের মানুষেরা জ্ঞানে উন্নত হব। তাই উল্লিখিত দুখানি হাদীস একসংগে পর্যালোচনা করলে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো-

- ❖ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষেরা নৈতিকতায় উত্তম,
- ❖ পরের যুগের মানুষেরা জ্ঞানে উত্তম।

সুধী পাঠক, যদি প্রশ্ন করা হয়, এ দু'টি হাদীসাংশের কোনটি জুমআর খুৎবায় উপস্থিত থাকলে মুসলিম জাতি এবং মানব সভ্যতার কল্যাণ হতো? আমি জানি বিবেকবান সবাই বলবেন দ্বিতীয়টি। কারণ-

- ❖ তাহলে সারা বিশ্বের মুসলমান প্রতি সপ্তাহে একবার জানতে পারতো যে, ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ পরবর্তীদের বের করতে হবে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করা এবং ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করার পদ্ধতি চালু থাকতো। আরা এর ফলে ইসলাম পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে টিকে থাকতো।
- ❖ দ্বিতীয় হাদীসখানি মুতাওয়াতির হাদীস হওয়ায় প্রথম হাদীসখানির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

এখন প্রশ্ন হলো, যে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি সেটি যারা জুমআর খুৎবা রচনা করেছিলেন সে মনীষীগণ বুঝতে পারেন নাই? এর উত্তরে যদি বলা হয় যে পূর্বের মনীষীগণের জ্ঞান-বুদ্ধি কম থাকার কারণে তারা এটি বুঝতে পারেননি

www.pathagar.com

তবে এটি সঠিক হবে না এবং এ ধরনের কথা উচ্চারণ করাও গুনাহ হবে। যারা করেছেন তারা বুঝে শুনেই এটি করেছেন। তারা জানেন বিদায় হজ্জের হাদীসের অংশটুকু খুৎবায় দিলে মুসলিম জাতি কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা এবং ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্কার চালিয়ে যাবে, ফলে ইসলাম শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীতে টিকে থাকবে। আর অন্য হাদীসের অংশটি প্রচার হলে এর উল্টোটি হবে।

'ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ (Edition) করা নিষিদ্ধ' কথাটি মুসলিম জাতির মেনে নেয়ার প্রমাণ-

মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হয়ে 'ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ করা নিষিদ্ধ' কথাটি মুসলিম জাতির মেনে নেয়ার প্রমাণ হলো-

- ❖ গত ১২০০ বছরে মানব রচিত ব্যবহারিক গ্রন্থ, ফিকাহ শাস্ত্রের কোন প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি
- ❖ অথচ ৪-৫ বছর অন্তর পৃথিবীর সকল মানব রচিত ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের হয়।

ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা বা না করার বিষয়ে ইসলাম

বিবেক-বুদ্ধি

পৃথিবীর মানব রচিত সকল ব্যবহারিক গ্রন্থ বিশেষ করে মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ডাক্তারী গ্রন্থের, প্রতি ৪-৫ বছর পরপর নতুন সংস্করণ বের হয়। প্রয়োজনীয়, যৌক্তিক বা কল্যাণকর বলেই এটি করা হয়। তাই, মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং মানব রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করাও প্রয়োজনীয়, যৌক্তিক বা কল্যাণকর।

আল-কুরআন

তথ্য-১

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(যুমারঃ ৯)

www.pathagar.com

একটি ব্যাখ্যাঃ

যে সভ্যতার জ্ঞান বেশি আর যে সভ্যতার জ্ঞান কম তারা কোন দিক দিয়ে সমান হতে পারে না

↓

কুরআন ও হাদীস বুঝা ও ব্যাখ্যা করার দিক দিয়ে জ্ঞান বেশি থাকা সভ্যতা আর জ্ঞান কম থাকা সভ্যতা সমান হতে পারে না

↓

যে সভ্যতার জ্ঞান যতো বেশি সে সভ্যতা ততো বেশি কুরআন-হাদীস বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে

সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায় মানব সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়তে থাকবে কুরআন ও সুন্নাহ ততো ভাল বুঝা ও ব্যাখ্যা করা যাবে। আর তাই এ আয়াতের একটি শিক্ষা হলো কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ পরবর্তীদের বের করতে হবে।

তথ্য-২

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

অর্থঃ বল, যারা অন্ধ আর যারা চক্ষুষ্মান তারা কি কখনও সমান হতে পারে

(আল-কুরআনের অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের জ্ঞান না থাকায় যারা দেখে না আর কুরআনের জ্ঞান থাকায় যারা দেখে, তারা কোন দিক দিয়ে সমান হতে পারে না। এক নং তথ্যের ব্যাখ্যার ন্যায় এ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে শেষ পর্যন্ত বের হয়ে আসবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ পরবর্তীদের বের করতে হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(رض)قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص)يَقُوْلُ : نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَاَفْقَهُ مِنْهُ ، وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ، ... ...

www.pathagar.com

অর্থঃ যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

(বায়হাকী, ইবনে হাব্বান, তারগীব-তারহীব)

তথ্য-২

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض)قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ(ص)يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ... فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .

অর্থঃ আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে বললেন... ... ... অতঃপর বললেন, উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আসল শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হবে। (বুখারী, মুসলিম)

সম্মিলিত ব্যাখাঃ এ দু'খানি হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন যে, তাঁর বক্তব্য (কুরআন ও সুন্নাহ) যে কেউ (সাহাবায়েকিরাম বা অন্য ব্যক্তি), পড়া বা শুনার মাধ্যমে জানতে পারলে তাদের কর্তব্য হবে সেটি অন্যদের (তার প্রজন্মের অন্য ব্যক্তি বা পরের প্রজন্মের ব্যক্তি) নিকট পৌঁছে দেয়া। আর এর একটি কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, তার প্রজন্মের অন্য ব্যক্তি বা পরের প্রজন্মের যে সকল ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যকার কেউ কেউ পৌঁছে দেয়া ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক উপলব্ধিকারী হবে। এটি একটি বাস্তব কথা। কারণ, বিচক্ষণতার (হিকমাত) পার্থক্য থাকার ফলে একটি বক্তব্য বুঝা ও বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়। আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞান যার যতো বেশি থাকে সে ততো বেশি বিচক্ষণ হয় এবং বিভিন্ন বিষয় সে অন্যের চেয়ে সহজে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে। কারণ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের মূল বিষয়ের মধ্যে অনেক মিল আছে। তাই, একটি জানা থাকলে অন্যটি বুঝা সহজ হয়। মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতি হওয়ার কারণে পরের প্রজন্মের ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক আইন অধিক জানবে। ফলে তারা আগের প্রজন্ম থেকে অধিক বিচক্ষণ হবে। তাই তারা কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বিষয়, আগের প্রজন্মের মানুষের চেয়ে ভাল ব্যাখা করতে পারবে। এই অতীব সত্য কথাটি রাসুল (সঃ) এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনের তথ্যের ন্যায় এ হাদীস দু'টি থেকে বুঝা যায় ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রচার করা ভুল তথ্যগুলো বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়ার ব্যবস্থা যেভাবে করা হয়েছে

এটি করার জন্য প্রথমে মাযহাবের তাকলীদ (অন্ধঅনুসরণ) ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) কথাটি বানানো হয়েছে। তারপর ফিকাহ শাস্ত্র ও মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলো ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাদ্রাসার বইয়ে উল্লেখ থাকা কয়েকটি তাক লাগানোর মতো তথ্য-

তথ্য-১

'এ মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন একটির তাকলীদ করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)। মাযহাবের তাকলীদ না করে আপন আপন খেয়াল-খুশী মত চলা বৈধ নয়।' (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ, পৃষ্ঠা-১২; শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৮; হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫০)

তথ্য-২

৭ম স্তরের (হিজরী ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরের) আলেমগণের কোন মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভাল-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ফতোয়া দেয়া তাদের জন্যে জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, হিজরী ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরের ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কুরআন-হাদীস পড়ে ও ব্যাখ্যা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষমতা নেই। তাই তাদের কাজ হবে পূর্বের মনীষীদের দেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বইয়ে থাকা তথ্যের ন্যায় মুখস্ত ও প্রচার করা।(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২)

www.pathagar.com

তাকলীদ ফরজ কথাটি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ফলে যে সকল ক্ষতি হয়েছে

ক. পূর্বের মনীষীদের (যার মধ্যে কেউ কেউ গোয়েন্দা ছিল) দেয়া সকল সিদ্ধান্ত বিনা যাচাইয়ে মেনে নিতে মানুষ বাধ্য হয়েছে

খ. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ করা যাবে না কথাটি শক্তিশালী হয়েছে

গ. 'বড় হুজুর বললে আমি মেনে নেব'- কথাটি বলা সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে।

ইসলামের বিষয়ে তাকলীদ না করার জন্য মহান আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা-

কোন বিষয়ে তাকলীদ তখনই সিদ্ধ হয় যখন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকে। ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ কোন মানুষকে একেবারে অজ্ঞ রাখেননি। কারণ, যার বিবেক জাগ্রত আছে সে ইসলামের অনেক তথ্য জানে। সাধারণ নৈতিকতার সকল কথাই ইসলামের কথা। আর বিবেকবান সকল মানুষই তা জানে। যেমন- সত্য বলা ভাল, মিথ্যা বলা খারাপ, চুরি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ, ওজনে কম দেয়া খারাপ, টেন্ডারবাজি করা খারাপ, সম্পত্তি ফাঁকি দেয়া খারাপ, অন্যায় হত্যা খারাপ, যৌন নির্যাতন খারাপ ইত্যাদি সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো সবই ইসলামের বিষয়।

আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) ভিন্ন অন্য কারো তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করার গুনাহ-

১. নির্ভুল মনে করে কাউকে অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ

কাউকে নির্ভুল মনে করে তার কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিলে শিরকের গুনাহ হবে। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। এ বিষয়টি মহান আল্লাহ এভাবে বলেছেন-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

অর্থ: তারা (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) নিজেদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে। (তাওবাঃ ৩১)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে আদি বিন হাতিম (রাঃ) এর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, 'ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের রব মেনে নেয়ার অর্থ হলো তাদের সকল কথা বা সিদ্ধান্ত, নির্ভুল মনে করে, অন্ধভাবে বা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া তথা তাকলীদ করা'। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত

www.pathagar.com

আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য শিরক বা কুফরী নয় কি?'** নামক বইটিতে।

২. নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই ভেবে অন্যের অন্ধ অনুসরণের গুনাহ

নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিলে কুফরীর গুনাহ হবে। কারণ, এতে আল্লাহর দেয়া একটি বড় নিয়ামত বিবেককে অস্বীকার করা হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অর্থঃ অতএব আল্লাহর দেয়া কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

(সূরা আর-রহমান)

শেষ কথা

সুধী পাঠকবৃন্দ, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ জানার পর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে, গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্ঞানের ঐ মৌলিক ভুলগুলোই মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের মুল কারণ। অন্যদিকে কুরআনে উল্লেখ থাকা, জীবন সম্পর্কিত চিরসত্য মূল বিষয়গুলো অমুসলিদের জানানোর দায়িত্ব মুসলমানদের। যেহেতু বর্তমান মুসলিমদেরই মূল জ্ঞানে অনেক ভুল আছে তাই অমুসলিমদের মধ্যে থাকা ভুল জ্ঞান শুধরানোর যোগ্যতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম ও অমুসলিম সকল দেশে আজ যে অশান্তি, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে তার আসল কারণ হলো, জীবন পরিচালনার মূল জ্ঞানে ভুল থাকা।

মূল জ্ঞানে ষড়যন্ত্র করে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, এ তথ্যটি প্রায় একশতভাগ মুসলমানের অজানা। এটি ভাবা ও মেনে নেয়াও কঠিন। মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া একজন ছাত্র সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশুনা করতে বাধ্য। সিলেবাসের বইয়ের তথ্য সঠিক কিনা সেটি যাচাই করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এটি তার দায়িত্বও নয়। তাই যারা মাদ্রাসায় পড়ে আলিম হিসেবে বের হয়ে আসছেন তাদের প্রায় সবাই ঐ ভুল তথ্যগুলো সঠিক বলে জানেন এবং খালিছ নিয়তে সেগুলো সমাজে প্রচার করেন। অন্যদিকে অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরা ঐ আলিমদের ইসলামের জ্ঞানী লোক হিসেবে জানে এবং তাদের নিকট থেকেই ইসলাম শিখে। তাই ঐ মৌলিক ভুল কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

www.pathagar.com

এজন্যে আমরা যারা বিষয়টি জানতে পেরেছি তাদের বিরাট দায়িত্ব হলো বিষয়টি সবাইকে বিশেষকরে আলিমদের জানানো। অন্যদিকে শত্রুরা প্রধাণত ফিকাহশাস্ত্র এবং মাদ্রাসা ও স্কুলের সিলেবাসে ঢুকিয়ে ভুল তথ্যগুলো প্রচার করেছে। তাই যারা উপযুক্ত স্থানে আছেন তাদেরও দায়িত্ব হবে ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্কার করা এবং মাদ্রাসা ও স্কুলের সিলেবাস থেকে ভুল তথ্যগুলো বাদ দিয়ে সঠিক তথ্যগুলো স্থাপন করে দেয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহ মুসলিম জাতিকে এটি করার সাহস ও ক্ষমতা দিক এ দোয়া করে এবং গঠনমূলকভাবে সকলকে ভুল ধরিয়ে দেয়ার আবেদন করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী -**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

www.pathagar.com

২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. 'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?
২৯. ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মুলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে

- - -

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com